হংসদূত

শ্রীহিরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাঙলার নিজস্ব কাব্য-চিন্তা পূর্ণতা লাভ ক'রেছে বৈষ্ণবযুগে। ভারবী, ভবভূতি, কালিদাস, মাঘ ও শ্রীহর্ষের পর প্রায় সাত শত বৎসরকাল ভারতের কবিত্ব নিষ্ক্রিয় ছিল। এ দেশে গৌরব ক'রবার মত সৃষ্টি যে আর কোনদিন হবে, সে আশা ছিল না। নূতন কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি ক'রবার ক্ষমতা হয় ত লুপ্ত হয় নি ; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের সুরে সুর মিলিয়ে গাইবার শক্তি লুপ্ত হ'য়েছিল। সহসা এই নিষ্ক্রিয়তার প্রাচীর ভেঙে গ'ড়ে উঠল এক নূতনতর যুগ ; যখন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও লোচনদাস প্রভৃতি কবিগণ একে একে এসে, অলোকসামান্য প্রতিভার পঞ্চ-প্রদীপে কাব্যভারতীর মঙ্গলারতি ক'রে গেলেন। এই হ'ল সেই বৈষ্ণব যুগ—যে যুগে বাঙলার সমাজ ও মন এক অভিনব ছন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেল।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ প্রেমকাব্য। নায়ক-নায়িকার অন্তরের নিগূঢ় সত্য যেন বৈষ্ণব প্রেমকাব্যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। রূপ, রাগ, রস, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ ইত্যাদি বিভিন্ন রসধারা যেমন নিখুঁত ভাবে বৈষ্ণবকাব্যে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে, বিশ্বসাহিত্যে প্রেমকাব্যের তেমন রসব্যাপ্ত স্ফূর্ত্তি আর কোথাও হয় নি।

বৈষ্ণব যুগের সমস্ত কাব্যই গ'ড়ে উঠেছে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের অফুরন্ত লীলারহস্য অবলম্বন ক'রে ; কিন্তু তাই ব'লে বৈষ্ণব প্রেমকাব্য শুধু বৈকুণ্ঠের সম্পদ নয়। পার্থিব জীবনের দৈনন্দিন গতিপথে নরনারীর বুকে যে চিরন্তন প্রেমের ঘাতপ্রতিঘাত চলেছে, তারই অন্তরের নিগূঢ় সত্য রূপায়িত হ'য়েছে দেবতার উদ্দেশে গাঁথা ওই প্রেমের মন্দার-মালায়।

"এই প্রণয় স্বপন

শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে—একি শুধু দেবতার ?
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা ?

*   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *
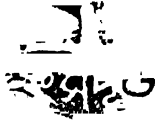
এই প্রেমগীতিহার

গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,

কেহ দেয় তাঁরে, কেহ দেয় বঁধুর গলায়।

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই

প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই।

তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা

দেবতার উদ্দেশে রচিত প্রেমকাব্যের সেই অফুরন্ত খনিতে লুকিয়ে আছে মানুষেরই প্রাণের কথা, যেখানে দেবতার সিংহাসনে প্রিয় আর প্রিয়ের মন্দিরে দেবতা পেয়েছেন আসন।

রূপ গোস্বামীর হংসদূত সেই প্রেমকাব্যের একখানি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মহাকবি কালিদাস বিরহী যক্ষের মর্ম্মন্তুদ বেদনার গানে এক অভিনব স্বপ্নলোক সৃষ্টি ক'রেছিলেন 'মেঘদূতে', আর অমর কবি 'রূপ' বিরহিনী রাধা ও গোপাঙ্গনাদের বিধুর চিত্তকুসুম চয়ন ক'রে, মানস লোকের এক অপরূপ ছায়াপথ সৃষ্টি ক'রেছেন 'হংসদূতে'। কালিদাস ক'রেছেন বিরহী নায়কের মনোবিশ্লেষণ—বেদনা-মন্থর 'মন্দাক্রান্তা'র যাদু-মন্ত্রে ; আর রূপ এঁকেছেন বিরহিনী নায়িকার চিত্তছবি—বিধুরা 'শিখরিণী'র অনবদ্য ছন্দ-তুলিকায়। নায়ক ও নায়িকা-চরিত্রের দুটি বিভিন্ন দিক্ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে এই দু'খানি 'দূত' কাব্যে।

হংসদূতের কবি রূপ গোস্বামী ছিলেন মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় সহচর। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ঝামটপুরের সন্নিকটবর্ত্তী নৈহাটি গ্রামে ইহার জন্ম হয়। রূপের পিতার নাম ছিল কুমারদেব, আর মাতা ছিলেন রেবতী দেবী। কুমারদেব কর্ণাটরাজ জগৎগুরুর বংশধর ছিলেন। ১৪১৪ খৃঃ রাজা জগৎগুরু সর্ব্বজ্ঞের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র অনিরুদ্ধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনিরুদ্ধ বেশী দিন রাজত্ব ক'রতে পারেন নি। মাত্র দু' বৎসর রাজত্ব ক'রে ১৪১৬ খৃঃ অনিরুদ্ধের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রূপেশ্বর সিংহাসনে ব'স্‌বার আয়োজন করেন। কিন্তু অভিষেকের পূর্ব্বেই তিনি জান্‌তে পারলেন যে, তাঁর কনিষ্ঠ হরিহর সিংহাসন লাভের জন্য নানারূপ হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'য়েছেন। এ সংবাদে রূপেশ্বর অত্যন্ত ব্যথিত হ'লেন। তুচ্ছ সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ ক'রবার প্রবৃত্তি তাঁর হ'ল না ; স্বেচ্ছায় হরিহরের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে রূপেশ্বর কর্ণাট ত্যাগ ক'রে, বাঙলায় এসে পিতৃবন্ধু গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ক'রলেন। ১৪৩৩ খৃঃ রূপেশ্বরের মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র পদ্মনাভ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। পদ্মনাভ ৫৯ বৎসর বয়সে গৌড়ের মন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নিয়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নৈহাটি গ্রামে বাস স্থাপন করেন। পদ্মনাভের

কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ ছিলেন কুমারদেবের পিতা সনাতন, রূপ ও অনুপম কুমারদেবের পুত্র। আপন আপন প্রতিভার বলে তিন জনই চৈতন্যযুগে সম্মানের বিশিষ্ট আসন পেয়েছিলেন।

সনাতন ও রূপ অল্প বয়সেই সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত শিক্ষা শেষ হ'লে উভয়ে সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ফার্সী পণ্ডিত ফক্‌রুদ্দিন গাজীর নিকট ফার্সীভাষা শিক্ষা করেন। সনাতন যেমন নির্ভীক ও তেজস্বী ছিলেন, তেমনি অসামান্য ছিল তাঁর প্রতিভা। গৌড়েশ্বর সনাতনের গুণপরিচয়ে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদে বরণ করেন। তার পর রূপ ও অনুপম (বল্লভ) অগ্রজের অনুসরণ ক'রে গৌড়েশ্বরের অধীনে উচ্চ পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই মহাপ্রভুর সংস্পর্শে রূপ ও সনাতনের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং উচ্চ রাজপদ ও অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে তাঁরা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। সনাতন ও রূপের পিতৃদত্ত নাম ছিল অমর আর সন্তোষ। গৌড়েশ্বর সনাতনকে সাকর-মল্লিক এবং রূপকে দবীরখাস উপাধি দান করেন। কিন্তু মহাপ্রভু ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে দুই ভাইকে দীক্ষা দিয়ে তাঁদের নামকরণ করেন সনাতন আর রূপ। সনাতন ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত, আর রূপ ছিলেন চৈতন্যযুগের অদ্বিতীয় কবি। কনিষ্ঠ বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী রূপের নিকট শাস্ত্র ও ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। পরবর্ত্তী যুগে জীব গোস্বামী ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত ব'লে খ্যাত হ'য়েছিলেন।

রূপ ও সনাতন শেষ জীবন অতিবাহিত করেন বৃন্দাবনে। রূপ একাধারে কবি, সাধক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদর্শ গুরু ছিলেন। কেউ কেউ বলেন—মেবারের রাণী স্বনামধন্যা মীরাবাঈ বৃন্দাবনে সাধক কবি রূপ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর সনাতন ও রূপ উভয়েই বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনে কবির দেহাবসান হয়।

রূপ গোস্বামীর আর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য দান—ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, উদ্ধবসন্দেশ, প্রেমেন্দুসাগর, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি। উজ্জ্বলনীলমণির সমকক্ষ গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যেও দুর্ল্ভ। নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ ও রতি বিষয়ক আলোচনা উজ্জ্বলনীলমণির মূল বিষয় বস্তু। বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক ফ্র্যয়েড, হ্যাভলক্ এলিস্, উইলিয়ম ষ্টেকেল ও ম্যারি কারমাইকেল ষ্টোপস্ প্রভৃতির দান অপেক্ষা উজ্জ্বলনীলমণি কোন অংশে ন্যূন নয়।

রূপ গোস্বামী বাঙালী ছিলেন, কিন্তু তাঁর গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব'লে বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে। এ অনুবাদ রূপ গোস্বামীর সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় স্থাপনে বিন্দুমাত্র সহায়তা ক'রলেও, আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

মহালয়া

আশ্বিন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

হিয়ার পরশ লাগি
　　　　হিয়া মোর কাঁদে,
পরাণ পুতুলি হায়
　　　　থির নাহি বাঁধে।

—লোচনদাস

উৎসর্গ

হমর দুখক নাহি ওর।
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।

* * * *

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গমায়ব
হরি বিনু দিন রাতিয়া॥

—বিদ্যাপতি

সে রূপ-সায়রে নয়ন ডুবিল,
সে গুণে বান্ধল হিয়া
সে সব চরিতে, ডুবিল যে চিতে
নিবারিব কিবা দিয়া!

—চণ্ডীদাস

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয়লো সজনি,
আঁধার পেরিলে আলা॥

—চণ্ডীদাস

রূপ লাগি আঁখি ঝরে
গুণে মন ভোর ;
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর।

—লোচনদাস

সেই বিরহ সাগর তলে

ডুবল সারা পরাণ মন

ঘূর্ণী, ঘন ব্যথার চাপে

অশ্রুঝরে অনুক্ষণ

বন্দনা

দলিত-হরিতাল-দ্যুতি সিঞ্চিত পীত বসনধারা,
উজ্জ্বল নব রক্তজবা-রঞ্জিত রাঙা-চরণচারী ।
কৌতুকলীলা-লাস্যভরে মঞ্জরে হাসি বিম্বপুটে,
কজ্জ্বলনয়ন নিত্যছবি চিত্ত-আকাশে উঠুক ফুটে ।

গোপবালাদের প্রিয়তম বল্লভ
মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন-

শ্যামল সখা বিহনে আজ

কুঞ্জভবন অন্ধকার,

কোমল-হিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া

সইতে নারে দুঃখ ভার।

সেই বিরহ সাগরতলে

ডুব্‌ল সারা পরাণমন,

ঘূর্ণীঘন ব্যথার চাপে

অশ্রু ঝরে অনুক্ষণ।

তিন

একটি কণা শান্তি আশে
বিভলমনা রাই
শিথিল পদে সখীর সাথে
চল্‌ল যমুনায়।
অভিসারের কুঞ্জগেহ
লতাবিতান সই,
আজিও সেই তেমি আছে
পরাণপ্রিয় কই ?
চিত্তজ্বালা দ্বিগুণ জ্বলে
নিঠুর লিপি ফলে ;
সংজ্ঞাহারা স্বর্ণকলি
লুটায় ভূমিতলে।

চার

সংজ্ঞাহীনা কৃষ্ণপ্রিয়ার নিথর তনু জড়িয়ে বুকে
যত্নে রাখে সঙ্গিনীরা শুভ্র মৃণাল শয়ন 'পরে ;
মর্ম্মব্যথা উদাস-চোখে উথ্‌লে ওঠে গভীর দুখে,
পার্শ্বে বসি' সুন্দরীরা লীলাকমল ব্যজন করে।
স্নেহের বশে বান্ধবীদের কোমল চিত সশঙ্কিত,
কান্না যেন রোধ মানে না স্তব্ধ নিতল হিয়ারতলে ;
আজকে বুঝি স্রোত-যমুনা হবে উতল উচ্ছ্বসিত
সঙ্গীহীনা গোপাঙ্গনার তপ্ত কাজল-আঁখির জলে।

পাঁচ

সই ললিতার হৃদয়লীনা
কমলমুখী রাই,
পদ্ম-পলাশ ব্যজন পেয়ে
মুখটি তুলে চায়
তাই দেখে সব সঙ্গিনীদের
হর্ষ জাগে মনে,
কুঞ্জকানন মুখর হ'ল
মধুর আলাপনে।

ছয়

বিধুর-হিয়া রাইকে রাখি কমলশয়নে,
আকুল চিতে চাইছে সখী চপল নয়নে :
এম্‌নি সময় দেখল চেয়ে
একটি মরাল শঙ্খবরণ
এগিয়ে আসে তাদের পানে
নাচিয়ে লঘু ছন্দে চরণ।
শুভ্র গ্রীবা ঊর্দ্ধে তুলে'
গাইছে কলকণ্ঠে গান ;
কালিন্দীরি স্তব্ধ ঘাটে
উতল করে শূন্য প্রাণ।

সাত

তাই দেখে সে হৃষ্ট মনে
এগিয়ে চলে ধীরে,
সাদর-প্রীতি সম্ভাষিয়া
শুক্র পাখীটিরে।
সহসা সেই বিহগ পেয়ে
ভরসা হ'ল মনে—
বিরহের এ বার্ত্তা আজি
পাঠায় মধুবনে।
যোগ্য এ-দূত সে বারতার,
যাবে আকাশ পথে ;
জানাবে সব দুখের কথা
নিঠুর মনোমথে।

আট

অমর্ষে প্রেম-ঈর্ষা জাগে
কৃষ্ণসখীর বক্ষতলে,
মুক্ত মনে সেই বিহগে
দুখের কথা আপনি বলে।
এম্নিতর প্রণয়ে যার
ভেঙে গেছে চিত্ত-আগল,
আত্ম পরে ভেদ ভুলেছে,
মনব্যথা-স্পর্শ পাগল।
দোষ কি, যদি বিহঙ্গে সে
প্রার্থনা তার জানিয়ে থাকে !
গভীর প্রেম বিচ্ছেদে হায়
অবিশ্বাসের বাঁধ কি রাখে ?

দশ

যতেক অভাগী-মোদের ভুলিয়া
জ্বালায়ে বিরহ জ্বালা,
মথুরা-নগরে সুখের সাগরে
রভসে যাপয়ে কালা।
এ-সব দুখের দাহন বারতা
যতনে স্মরণে গাঁথি,
ত্বরিত গমনে নিঠুর নাগরে
জানায়ে এস গো সাথী।
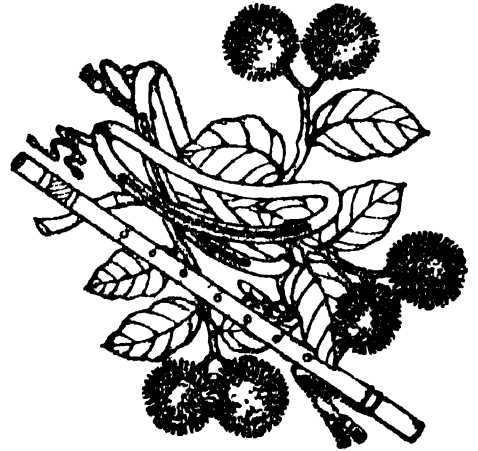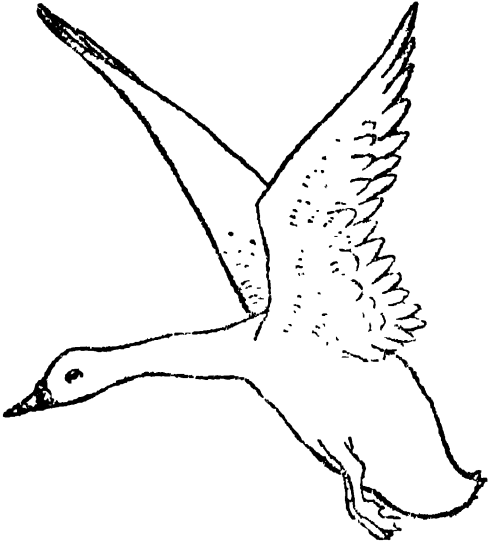
নয়

নীল যমুনা পুণ্য তোয়ে
নিত্য তোমার বাস,
শুভ্র মৃণাল আমোদ ভোগে
কাটাও বরষ-মাস।
কোমল-হিয়া মহৎ তুমি,
তাই ত তোমার কাছে,
দুখিনী এই গোপাঙ্গনা
সহায়-শরণ যাচে।
মহৎ পাশে ভিক্ষা দীনের
হয় না বিফল জানি,
তাই অবলা তোমায় প্রিয়
জানায় মর্ম্মবাণী।

ওপারে।

গোপিনীগণের জীবনবন্ধু
কৃষ্ণেরে সাথে ল'য়ে—
নিষ্ঠুর-মতি অক্রুর যথা
গেছে যেই পথ ব'য়ে
জগৎবিদিত সেই পথে প্রিয়
গেও তুমি মথুরায় ;
যৌবনশালী নট-নিঠুরের
দরশন কামনায়।

এপারে।

মথুরা পথের যাত্রা তোমার
কল্যাণময়ী হোক্।
পুলকিত মনে ক্ষিপ্রগতিতে
উজলি' বীক্ষ্য-লোক,
উড্ডীন হও সুনীল আকাশে
দরদী বন্ধু প্রিয় !
চপল ছন্দে বিথারি পক্ষ-
পল্লব রমণীয় !
ঊর্দ্ধ নয়নে তোমারে হেরিয়া
ব্রজশিশু চঞ্চল
বিপুল হর্ষে হবে ধাবমান
করি মৃদু কোলাহল।

তেরো

তাঁরি রথের চক্র-রেখা
মাটির বুকে দেখবে লেখা ;
দেখ্‌বে সেথা বিবশ তনু
গোপাঙ্গনা সবে—
গণ্ড ব'য়ে ঝ'রছে ধারা,
বিলাপ গানে আত্মহারা,
মদন-তাপে অবশ-হিয়া
শূন্যে চেয়ে রবে।

চোদ্দ

শশিকলাসম কমলমৃণালে
মিটিয়ে ক্ষুধা,
পান ক'রে নীল তপনবালার
সলিল-সুধা,
ছায়াঘনশাখে হৃষ্ট মানসে
বিরাম ল'য়ে,
যাও সখা ধীরে বৃষ্ণিনগরে
বারতা ব'য়ে।

পনেরো

অক্রূর সাথে
আরোহিয়া রথে
গেল যবে প্রাণনাথ,
কুসুম সমান
গোপিনী পরাণে
হইল বজ্রপাত ;
দূর হ'তে সবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নিরাশ-আশায় হৃদয় বাঁধিয়া,
অনুসরি সেই
নিঠুর নাগরে
চলেছিল যেই পথে ;
সে-পথ বহিয়া
যাও মথুরায়,
লভিবে সে মনোমথে।

তাঁহারে বন্ধু ক'রো নিবেদন
অবলা নারীর প্রাণের বেদন।
কীর্ত্তি তোমার
রবে চিরদিন
ব্যাপ্ত ভুবনময়
মহৎ যে-জন
সেই ত বিশ্বে
দুখের দরদী হয়

ষোল

ক্লান্ত হ'লে ক্ষণেক প্রিয়,
কদম্ব শাখে জিরিয়ে নিও ;
দেখ্‌বে যেতে পথের পাশে
ঘন শাখায় যার,
সবুজ কচি কিশলয়ের
অপূর্ব্ব সম্ভার।
সেই বিটপী-শাখায় উঠি,
নিত মোদের হৃদয় লুটি ;
গোপিকাদের কৃষ্ণপ্রেমের
জান্‌তে পরিচয়,
বসন চুরি ক'র্‌ত কালা
মান্‌ত না বিনয়।

সতেরো

তমালশ্যাম অঙ্গ-উজল
কলাপী এক চিত্তলোভা
রইত ব'সে সেই পাদপে
ছড়িয়ে হেমকান্তি-শোভা।
দেখ্‌লে তারে জাগ্‌ত মনে
চিত্র সে-কি দীপ্যমান,
আনন্দেরি লহর তুলে
গাইত মধুকণ্ঠে গান !

আগ্রা

দেখ্‌বে তুমি পথের পাশে
রাসের লীলাভূমি,
তৃপ্ত হবে নয়ন ছুটি
সুরম্য-রূপ চুমি।

বৃত্তাকারে নৃত্য সেথায়
ক'র্‌ত গোপাঙ্গনা,
হৃষ্টাবালা-অঙ্গরাগের
ঝ'র্‌ত মদ-কণা।
স্পর্শে তারি শ্যামল হ'ত
শ্যামের লীলাস্থল;
চরণ-ছাঁদে চূর্ণ হ'ত
মল্লী সমুজ্জ্বল।

উনিশ

অদূরে তার শ্যামের প্রিয় বাসন্তী-বিতান,
অনঙ্গ-উৎসবের নিকেতন।
নয়ন ছুটি যত্নে সখা সাম্‌লে চ'লো সেথা,
নইলে হবে প্রেম-উতলা মন ;
গতি তোমার স্তব্ধ হবে, ক্ষান্ত হবে চলা,
পথের কথা যাবেই তুমি ভুলে ;
বিরহের এ অগ্নিতাপে যতেক গোপবালা
প্রাণ হারাবে এই যমুনা-কূলে।

কুড়ি

ক্ষণেক যদি বিলম্ব হয়
তবুও ভাই তুমি,
চলতে পথে যত্নে দেখো
শ্যামের লীলাভূমি।
ব্যর্থ সখা হবে না সেই
তীর্থ দরশন,
চিত্তখানি পূর্ণ হবে—
শুদ্ধ অনুখন।

একুশ

বারেক শুনি বেণুর ধ্বনি আভীর-বণিতা
মিল্‌ত যেথা রহঃক্রীড়া তরে,
শ্যামল কচি বল্লরিদল গভীর আবেশে
জড়িয়ে আছে অঙ্গে থরে থরে ;
যেথায় ধেনু সবুজ তৃণে মনের হরষে
মিটায় ক্ষুধা অহর্নিশি ধরি'
শয়ন রচি' শিলার বুকে বিজন বিপিনে
রইত যেথা চিত্ত-চোরা হরি ;
দেখ্‌বে তুমি শৈল-শিখর 'গোবর্দ্ধনে' সে
পরম সুখে পূর্ণ হবে হিয়া।
সেই ত প্রিয় সাক্ষী মোদের সকল মিলনে
গোপন কথা যত্নে আবরিয়া।

বাইশ

চক্রপাণি করাম্বুজে
স্থান দিয়েছেন যাঁরে,
এই সে-গিরি শৈলকূলপতি ;
গর্ব্বভরে স্বর্গরাজে
জয় ক'রেছেন রণে,
সার্থক-নাম বিশ্বখ্যাত অতি !

ভেইশ

দেখ্‌বে তুমি প্রান্তে তারি
চপলা সব কিরাত-নারী
তমাল হেরি আচম্বিতে
তপ্ত তনুমন ;
উদাস হৃদে অলখিতে
প্রণয়জ্বালা-ক্লিষ্ট চিতে,
জপ্‌ছে মনে সেই কপটী
কৃষ্ণে অনুখন।

স্নিগ্ধ তব পক্ষ-বায়ে
স্নেহের ছোঁয়া লাগ্‌বে গায়ে,
জুড়াবে সেই অঙ্গনাদের
অঙ্গদাহ সখা !
কালিন্দীরি সলিলমাখা
শুভ্র তব কোমল পাখা
ভ’র্‌বে নব সজীবতায়
শৈল উপত্যকা।

চব্বিশ

তার ওপারে শ্রীকান্তেরি রতিবিলাস-বীথি,
কদম্ব-গেহ কুঞ্জ অনুপম ;
দেখলে সখা হর্ষে দোলে রসমুখর হৃদি,
সুভোগ্য সে-দৃশ্য মনোরম।
সেথায় প্রিয় ক্ষণেক তরে লভি বিরাম সুখ,
ফুল্ল যদি না হয় তব হিয়া,
বিফল জেনে চিত্তরসের লীলা-চতুরপণা ;
বৃথাই তব প্রেমের দূতক্রিয়া।

পঁচিশ

বৃন্দাবনের প্রান্তদেশে
চল্‌তে সখা দেখ্‌বে তুমি,
শুভ্র-শারদ মেঘের মত
উজল ক'রে ক্ষেত্র-ভূমি
রয়েছে সেই অরিষ্টেরি
শুষ্ক-চির অস্থি-শির।
কৈলাসেরই শিখর ভ্রমে
দেখ্‌বে সেথা কর্‌ছে ভিড়
শম্ভু-সখা যক্ষরাজের
ভৃত্য যত সরল মন ;
সুদূর হ'তে আস্‌ছে ধেয়ে
কর্‌তে গিরি আরোহণ।

ছাব্বিশ

গান গেয়ে তুমি আপনার মনে,
সলীল ছন্দে যাও মধুবনে।
আজ বিরহের দশম দশায়—
অবলা হৃদয় কাঁদে নিরাশায়।
প্রাণহীনা সবে মর্ম্মের দুখে,
পথ চেয়ে আছে পাণ্ডুর মুখে।
শুনিয়া তোমার কণ্ঠের ধ্বনি,
হয়ত কাতরা শতেক রমণী
নিথর তনুতে ফিরে পাবে প্রাণ,
স্মরিয়া শ্যামের নূপুরের গান।

সাতাশ

ঘনশ্যামল ভাণ্ডীরেতে বস্‌বে ক্ষণকাল,
পল্লবে যার সোনালি রোদ্ নাচে সমুত্তাল ;
ছায়ামেদুর সে-কাননের কোমল পরশেতে
চিত্ত তোমার উঠ্‌বে দুলে বিপুল হরষেতে।
শ্বেতপতাকা উড়িয়ে যবে চল্‌বে আবার ধেয়ে,
শঙ্খপাণির মূর্ত্তিখানি ফুট্‌বে আকাশ ছেয়ে।

আটাশ

বিশ্বপিতার নয়ন-ঝরা
প্রেমের ধারায় অবিরাম,
সিক্ত সেথায় সবুজ তৃণ
নিত্য নয়ন-অভিরাম ;
সেই বিদিত ব্রহ্মপুরে
তোমার দেখি আগমন,
জাগ্‌বে যত বনদেবীর
চিত্তে পুলক আলোড়ন।
চতুর ওগো, তোমায় হেরি
ভাব্‌বে তারা অবিকল
হংসরথীর চরণপাতে
ধন্য হ'ল বনস্থল।

ঊনত্রিশ

সখা, তাঁহারি দরশ আশে,
অঙ্গনা যত—
দুখভারে নত,
যমুনা-পুলিনে আসে।
বিরহ মলিন
আঁখে নিশিদিন
বেদনা অশ্রু ঝরে,
চরণের গতি
মানে না বিরতি
পিচ্ছিল পথ 'পরে।
সেই নিঠুর দরদী কালা
বাম তেঁহো প্রতি,
তবু যেন অতি—
বাড়িছে বিরহ জ্বালা।

একত্রিংশ

দেখ্‌বে সেথা বৃন্দাদেবী
চিত্ত ক্লেশে শীর্ণকায়া,
কোমল কচি মঞ্জরিকা
আঁক্‌বে মনে অশ্রু-মায়া ;
সেই তুলসী বিষ্ণুপ্রিয়া
গোপিনীপ্রেম মর্ম্ম জানে ;
বিনয় ভরে নমস্তুতি
জানিয়ো তুমি তাঁরি স্থানে।

ত্রিংশ

মুরারি যেথায় চপল ছন্দে
নৃত্য করিত মহা-আনন্দে
কালিয়া নাগের শিরে,
ফণি-মণি-খসা সেই সে তড়াগে
সুনীল অঙ্গ শোভে নীলরাগে,
তটভূমি ঘিরে ঘিরে।
প্রাণ ভ'রে সখা পান ক'রো তারি
কদম-কেশর-সুরভিত বারি—
ফিরে পাবে নব বল ;
বিশ্ব মাগিছে যে-রাঙা চরণ,
সেই পদরেণু করিয়া বরণ
পুণ্য সে-হ্রদ জল।

বত্রিশ

এমনি ক'রে কেকামুখর একাদশটি কুঞ্জ ছাড়ি,
দেখ্‌বে সখা কাননবীথি যেই,
ছায়ামেদুর আম্রবনের সবুজ ঘন আঁচল ঢাকা
সেই মথুরা, তুলনা তার নেই।
যদুকুলের শুভ্র বিমল যশের রাশি ভুবন ভরা,
দেখ্‌বে তুমি তাদের সেথা বাস;
ইন্দ্রপুরের প্রাসাদ জিনি, সুরম্য সে হর্ম্ম্যখানি
কীর্ত্তিগাথা গাইছে বারোমাস।

তেত্রিশ

কৈলাসেরই শিখর সম
বিশাল পুরী অগণন,
স্তম্ভমালায় কর্‌ছে শোভা
সেই মথুরা অতুলন।
উল্লসিত উপবনের
প্রস্ফুটিত পুষ্পদল
মধুর-জলা সেই মথুরা
কর্‌ছে সখা সমুজ্জ্বল।

তাহারি দরশ আশে,
অঙ্গনা যত, সুখভারে নত,
যমুনা পুলিনে আসে।

চৌত্রিশ

দেখ্‌বে কোথাও শম্ভুবাহন
নবীন তৃণে মিটায় ক্ষুধা,
কেলি-মুখর মরালগুলি
কমলমূলে খুঁজ্‌ছে সুধা ;
কোথাও শিখী অবাধ মনে
বিষধরের জীবন নাশে,
শালের বনে ইন্দ্রবাহন
ঝঞ্ঝা তোলে বিপুল গ্রাসে

পঁয়ত্রিশ

রাধার প্রতি

শিথিল তব বসনখানি আজকে যে গো সখি,
এলিয়ে যায় কর সীমা হ'তে,
কণ্ঠমালার মুক্তাবলী মনের অগোচরে
ছড়িয়ে পড়ে ব্রজের পথে পথে।
উন্মাদিনী কমলমুখি, দেখ্‌লে দশা তোর
কুলটারাও হাস্‌বে সখি আজ,
কলঙ্কেরি হান্‌বে দাগা, ওলো অসংবৃতে
মদির মনে হারাস্‌নে গো লাজ

ছত্রিশ

বিরহে আজ চিত্তহারা
হ'য়েছ কি এতই সই !
দখিন পায়ে অলক্তিমা
অন্যটিতে চিহ্ন কই ?
প্রসাধনেও কৃষ্ণপ্রিয়া
এমনি হ'লে উন্মনা,
মদন-তাপে ক্লিষ্ট ভাবি'
হাস্‌বে পুর-অঙ্গনা ।
অপমানের তপ্ত শেলে
পরাণ যদি যায় রাধা,
পুষ্প-ধনুর গর্ব্বে সখি
কেমনে বল্‌ দিই বাধা !

সাঁইত্রিশ

সদ্য-ফোটা অশোক ফুলে
সজ্জিত সে নিরুপম
কংসজয়ী চ'ল্‌তে পথে
ঘটাচ্ছে কি চিত্ত-ভ্রম !
অপাঙ্গেরি লীলায় কি গো
পৌরবীথি হর্ষময়,
নির্নিমেষে দেখ্‌ছ একা
তুচ্ছ করি লজ্জা ভয় !

হংসের প্রতি

সখা, মথুরার পথে সেই পথিকের
রাতুল চরণ পাতে
মুখর হ'য়েছে সব ;
পুর-নারীদের রতি-জল্পনা-ভরা
যৌবন মদিরাতে
ওঠে কৌতুক রব।

আ-ত্রিংশ

মুহুর্মুহুঃ ঊর্দ্ধ পথে চাইছ কেন সখি,
মনের কোণে ভাসে গো কার কথা ?
ক্ষণকালেই বার্ত্তা পাবে সেই-সে দয়িতের
জুড়াবে সই প্রাণের যত ব্যথা।
কমলমুখি, দেখ্‌লে তোরে স্বতই জাগে মনে
নয়ন পথে ভাস্‌ছে বুঝি তোর—
রমণী-মন পাগল-করা নবনীরদ কালা
অবলাদের নিঠুর চিত চোর।

উ-চত্বারিংশ

রোদনের ভারে পাশরিয়া লাজ
কেন লো মরিস্‌ রাধে,
মধুবন ছাড়ি আসিবে সে পুন
পড়িবে নয়ন ফাঁদে।
তেমনি করিয়া চটুল তোমার
চাহনি ঘিরিয়া কালা
পলে পলে স প্রেম কুতূহলে
গাঁথিবে প্রণয় মালা।

একচল্লিশ

ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়ে সখা
বৃষ্ণিগণের নিবাসভূমি
অসঙ্কোচে প্রবেশ ক'রো
অন্তঃপুরের মধ্যে তুমি।
হর্ম্ম্যশিরে দেখ্‌বে সেথা
গগন-ছোঁয়া নিশানগুলি,
গর্ব্বভরে বিরাজ করে,
বিজয়ধ্বজা উচ্চে তুলি।

চল্লিশ

সে-মুখ ইন্দু দিবস যামিনী
রসিকা নাগরীগণে
বিপুল হরষে করে দরশন
প্রেম-মুকুলিত মনে ;
গোপিনীকুলের শিয়রে ছড়ায়ে
সঘন বিপদজাল,
মদনবিলাসে রতিপুলকিতা
রভসে যাপিছে কাল।
সোহাগ-উজলা সে পুর-বনিতা
নয়নে ছোঁয়াবে প্রীতি,
গভীর আবেশে ছুলিয়া উঠিবে
তোমার মানস-বীথি।

বিয়াল্লিশ
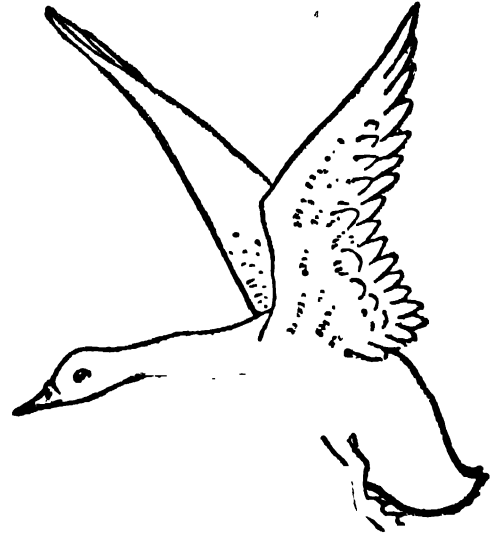
সেই প্রাসাদের শীর্ষদেশে
স্ফটিক-রচা মরাল শত,
মাণিক্য-রাগ ওষ্ঠে মাখি
বিভব শোভা বাড়ায় কত।
দেখ্‌বে সেথা চিত্তভ্রমে
সলিলচারী হংসগণ—
সুহৃদ্‌ ভাবি পুত্তলিকে
জানায় প্রীতি সম্ভাষণ।

ক্রমিকা

আপন আপন স্মরণ লাগি
ব্রজের বধূগণ
সখার হাতে যে শুকমিথুন
ক'র্‌লো সমর্পণ,
শুন্‌বে তারা বৃষ্ণিপুরে,
আজিও নানা ছন্দে সুরে
গাইছে পথে পথে ;
ব্রজবালার চিত্তবেদন
ঝ'র্‌ছে কণ্ঠ হ'তে।

শুনবে সেথা

পাশরি' সকল বাধা,
প্রিয়সখী পাশে
আকুল পিয়াসে
ক'য়েছিল কবে রাধা—

তেতাল্লিশ

'গোপবালা কুল বিরহে আকুল
বিফলে খুঁজেছে যাঁরে,
যমুনা-পুলিন কুঞ্জে বিলীন
আমি যে হেরেছি তাঁরে ;
নয়নে নয়ন মিলেছে যখন
বিলোল চকিত হাসি
মিলন-তৃষিত চাতক এ-চিত
করিয়াছে অভিলাষী।
জলদ-মেদুর সেরূপ মধুর
আর কি জীবন পথে,
সজল ছায়ায় নিবিড় মায়ায়
লভিব হৃদয় রথে ?'

কমল-আননী কমলা সখীর
ধরিয়া কমল করে,
সাদর সোহাগে প্রিয় সহচরী
কহিল ব্যথিত স্বরে—

চুয়াল্লিশ

'নয়নের জল মুছে ফেল সখি,
বিষাদ রেখো না মনে ;
আপন সত্য রাখিতে সে-কালা
ফিরিবে বৃন্দাবনে।
নবীন পুচ্ছে মোহন চূড়াটি
যতনে রচিয়া মাথে,
বাঞ্ছিত-চির দয়িত সে-তব
মিলিবে তোমার সাথে ॥'

ছে'চল্লিশ

তারপরেতে যত্নে ধীরে
প্রবেশ ক'রো কক্ষমাঝে,
গবাক্ষেতে আন্দোলিত
মুক্তাবলী যেথায় রাজে ;
হেমাঙ্কিত বর্ণমালায়
ব্রজলীলার কীর্ত্তিগান
ভিত্তিবুকে দেখ্‌বে সেথা
উজ্জল চির দীপ্যমান।

পঁয়তাল্লিশ

প্রাসাদ-শিখরে গগনচুম্বী অগুরু-ধূমের লতা
জলদ-বিলাসী ময়ূরের বুকে জাগাইছে ব্যাকুলতা ;
শ্যামল মেঘের দরশনে যেন পুলকিত তনুমন,
পেখম ছড়ায়ে করে তাই স্তুতি বন্দনা অনুখন।
সেরূপ নেহারি জাগে যদি চিতে বাঞ্ছিত প্রীতিকণা,
সলিল-বিহারী, জয়ী হবে তবে জলসহচরপণা।

পুর-নারীদের রতি-কল্পনা-ভরা
যৌবন মদিরাতে, ওঠে কৌতুক রব।

সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ
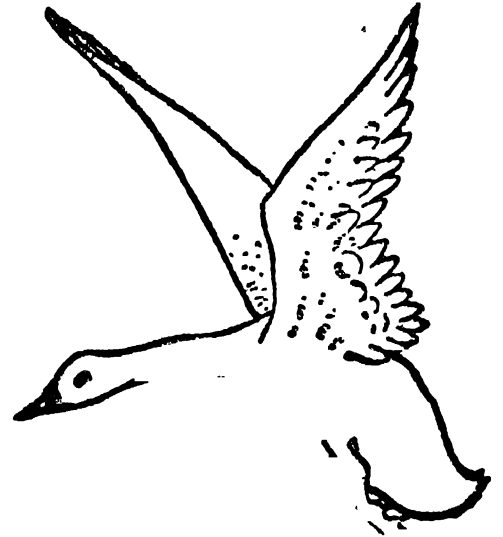
শুভ্র কোমল বিরাম-শয়নে
আধো-নিমীলিত আঁখি,
চন্দ্র সমান উজল শিথানে
কফোণি-যুগল রাখি,
সৌম্যমূরতি শ্যামসুন্দর
তনু অতি-সুকুমার
বঙ্কিম ছাঁদে এলায়ে দিয়েছে ;
অপরূপ শোভা তার
অমৃতময় মোহন পরশে
অনিমিখ আঁখি তব,
ভরিবে নিত্য প্রমোদ-সুখের
সুধারসে অভিনব ।

হেরিবে অঙ্গে যমুনাধারার
উছলিত রূপশোভা ;
মণি-কুণ্ডল কপোলপ্রান্তে
উলসিত মনোলোভা ;
কনকলক্ষ্মী-পরিমল-জিনি
শোভে পীতবাসখানি,
ত্রিলোক-কান্তি-নিছানি-রচিত
শয়নে চক্রপাণি ।

পঞ্চাশ

সে যদুপতির অদূরে বসিয়া
তুলিয়া মধুর তান,
যদুকুল-পিতা বিকদ্রুবর
গাহিছে পুরাণ-গান।
মণিময় থামে হেলাইয়া তনু
কুরুকথা-রচয়িতা,
দাঁড়ায়ে সুমুখে বিভীষণ সেই
নিঠুর পাষাণ মিতা!

ঊনপঞ্চাশ

অলিন্দে হেরিবে সখা,
রত্নযষ্টি মরকতময়;
নিদ্রালু কলাপী যেথা
ক্লান্তি ভরে অঙ্গ ঢেলে রয়;
অকুণ্ঠ হৃদয়ে তুমি
শ্রান্তি দূর ক'রো তারি 'পরে;
সযত্নে প্রতীক্ষা ক'রো
শ্রীকান্তের অবসর তরে।

বাহান

বিহগপতি বিষ্ণুবাহন আদেশ-অপেক্ষায়,
কৃতাঞ্জলি সজাগ মনে প্রভুর পানে চায়।
ক্ষিপ্র বেগে বিপুল বলে চ'লবে যবে ধেয়ে,
ধূসর-পাখা ছড়িয়ে সারা আকাশখানি ছেয়ে,
তর্ক ভুলি' অবাক্ হ'য়ে পুর-বালক সবে
হৃষ্টচিতে নিনিমেষে ঊর্দ্ধে চেয়ে রবে।

একান্ন

রত্ন-উজল বৃষ্ণি-যুগল
ধরিয়া মদনমোহন বেশ,
করিছে ব্যজন সে-প্রিয় স্বজনে
দোলায়ে যত্নে চামর-কেশ।
গুরুদেবতার শিষ্য উধব
বসিয়া স্বর্ণ-ভূতল-গেহে,
ধরিয়া অঙ্কে চরণপদ্ম
করিছে স্পর্শ পরম স্নেহে।

ত্রিপাঠ

চতুর্মুখে ব্রহ্মা যাঁহার
রূপের কথা কইতে নারে,
অবলা এই গোপাঙ্গনা
সে গান কিগো গাইতে পারে !
তবুও সখা নারী-সুলভ
তরল মনের প্রগল্ভতায়,
অকুণ্ঠা এই ব্রজাঙ্গনা
সেই অসীমের বন্দনা গায়।

ব্যাকুলচিত স্বয়ম্ভূবের শীর্ষচূড়া চরণ যাঁহার,
নিত্য সখা প্রণামকালে স্পর্শ করে সহস্রবার ;
দেবর্ষি যে-রাতুল পদের দীপ্ত শোভা ক্ষণেক হেরি,
হর্ষরসে বিবশ হিয়া, তৃপ্তি লভেন অনন্তেরি।
সাধক যারা মুক্তিকামী নির্ব্বাণেতে বিরাম যাচে,
কেমন ক'রে জানবে তারা সেইচরণেকি রূপআছে

পঞ্চান্ন

রূপপিয়াসী সূর্য্যবধূ
সে-চরণের রূপ কামনায়,
গভীর জলে বর্ষধরি'
জীবন যাপে তপ-সাধনায়।
নীচের হেন স্পর্দ্ধা হেরি
কঠোরতপা হিমঋষিবর
মরণবিধি দণ্ড দিতে
ছড়ায় ঘন তুহিন-নিকর।

ছাপান্ন

মরকতময় কদলী জিনিয়া
শোভয়ে উজল জানু,
দ্যুতি-বিলসিত উল্লাস-ভরা
যেন সে প্রভাত ভানু।
রতি-গরবিনী গোপিনীকুলের
উদ্দাম চিত-চয়,
মত্ত দ্বিরদ সম নিশিদিন
বদ্ধ সেথায় রয়।

সাভান

নাভি সরোবরে তাঁর—
আভীরিগণের নয়ন শফরী
ঘুরে মরে বার বার
অসীম পয়োধি জলে—
সৃষ্টি যেদিন জাগিয়া উঠিল
সৃজনের কুতূহলে,
সেই নাভি হ'তে ধীরে—
শ্বেত-শতদল হ'ল বিকশিত
বিশ্ব-পিতারে ঘিরে

আটান
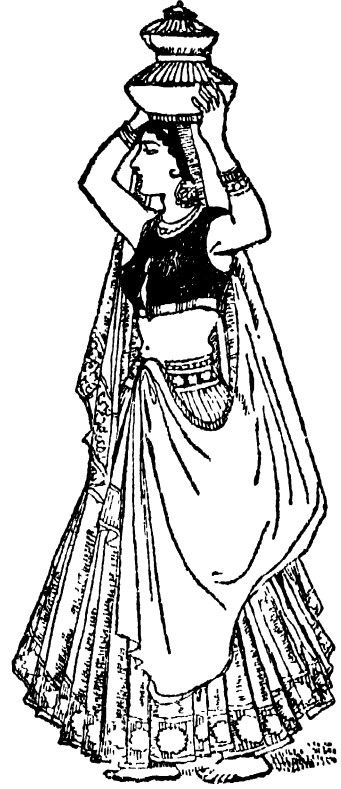
সে নীবিবন্ধে ত্রিবলি বাঁধন
শোভে অতি মনোরম ;
নয়ন জুড়ায়ে জননী যশোদা
হেরেছিল নিরুপম।
ত্রিলোক ভুবন নিরখি' যাহার
গোপন হৃদয় তলে,
চকিত চমকে স্নেহময়ী দেবী
ভাসিল চোখের জলে।

উনষাট

সে বিশাল বুকে দোলে বনমালা
উজ্জ্বল সুললিত,
দরশনে যার কৃশতনু বালা
রতিরসে বিগলিত ;
অনুরাগ ভরে প্রেম-অবনতা
সে হৃদি পদ্ম 'পরে
মনসিজ-জ্বালা জুড়াতে সতত
আবেশে ঢলিয়া পড়ে।
শত তপনের কিরণ-বিজয়া
কৌস্তুভমণি হায়,
দীপ্ত সে-হৃদে খদ্যোৎসম
নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়।

ষাট

ইন্দ্রনীল কান্তিময়
সুকুমার সে বাহু-যুগল
গাঢ়বদ্ধ আলিঙ্গনে
গোপীগণে ক'রেছে পাগল।
সু... সে বাহুমূলে
কেশি-দৈত্য দশনের রেখা,
রত্ন অলঙ্কার মাঝে
স্পষ্ট সথা আজো যাবে দেখা।

একষট্টি

নিছানি নবনী লাবণি-লহরী
সে মুখ কমল শোভে;
মদন-পিয়াসী গোপবালাকুল
ধায় যেথা মধু লোভে।
আকুল প্রেমের আবেশ-মধুর
ললিত ভ্রূলতা দুটি
কপোল-প্রান্তে চপল লীলায়
নৃত্যে পড়িছে লুটি।
উজল মুক্তা জিনিয়া শোভায়
বিমল দশন-মালা
ঈষৎ হাস্যে অবলা হৃদয়ে
বাড়ায় মদন-জ্বালা।

বাষট্টি

হে মধু-কণ্ঠ সখা!
বিফল এসব রূপ-পরিচয়,
নাহি কোন প্রয়োজন;
নয়নে হেরিয়া যারে,
উথলি উঠিবে হৃদি-পরিমল,
সেই সে রসিক জন।

দেখ যদি তাঁরে পুরবালা সাথে
বিলাস-বিভোর প্রাণে,
গ্রাম্য এ সব গোপিনী-বারতা
তুলনা তাঁহার কাণে।
সুধা রসে যাঁর মিটিছে পিয়াসা
অমিয় মধুর স্বাদে,
রসলেশহীন তক্রের তরে
তাঁর কি পরাণ কাঁদে ?

চৌষট্টি

যদি কোনদিন গিরি-মল্লিকা
সুরভি পরশ লাগি,
বন-কোকিলের মধু ঝঙ্কারে
স্মৃতিপথে উঠে জাগি
অতি পুরাতন বৃন্দাবনের
বিজন এ-তট ভূমি,
সেই অবসরে মোদের বারতা
নিবেদন ক'রো তুমি।

পঁয়ষট্টি

সে ধীরললিত রসিক নাগরে
বʼলো তুমি সখা ধীরে,
ব্রজবাসকালে প্রণয় আবেশে
সুজলা যমুনাতীরে—
অতিপ্রিয় জ্ঞানে শত সম্মানে
যাহারে সেধেছে কত,
বান্ধবী তার করে নিবেদন
চরণে হইয়া নত।

ছেষট্টি

নব কমলিনী-পল্লব দানে
শিশুকাল হʼতে ধীরে—
অতি যতনে পালন কʼরেছ
কপিলা যে গাভীটিরে,
স্তনভারে আজি প্রষ্ঠোহী সেই
আনত-জঘনা প্রিয়,
বারেক আসিয়া দেখে যেও তার
রূপশোভা রমণীয়।

সাতষট্টি

নীপতরু পাশে
নব-পত্রিনী সেই-সে মাধবীলতা,
তুমি যারে সখা
ক'রেছ যত্নে রসালঅঙ্কগতা,
এখন সে শুধু
কাঁদিছে দুঃখে মধুবর্ষণ ছলে,
তাহারে হেরিয়া
গোপবালাকুল ভাসিছে অশ্রুজলে।
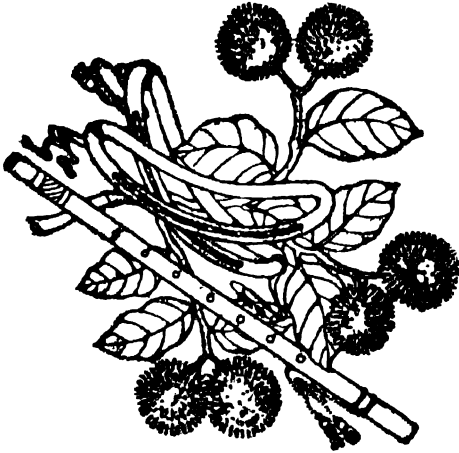
দেবকীপ্রসূত পুরুষপ্রধান
পরমানন্দ দানে,
গোকুলে জাগাল মঙ্গলগান
যতেক গোপাল প্রাণে;
গান্ধিনী-সূত অক্রূর সেই
উজল বিভবরাশি
মুছে দিয়ে গেল নিঃশেষে সখা,
ক্ষণেকের তরে আসি।

ঊনসত্তর

ব'লো তাঁরে সখা তুমি,
সে কালা বিহনে
এ-বন বিজনে
কাঁদিতেছে ব্রজভূমি।
নানা ভীতি বশে তাই,
অশুভ ভাবিয়া
অবলা এ-হিয়া
শন যাচে হায়!

কুঞ্জ আঙন সব—
উৎসব বিনে
ভ'রিয়াছে তৃণে,
থেমে গেছে কলরব।
ব্রজবাস পরিসরে—
প্রান্ত সুদূর
বেদনা বিধুর,
হিয়া দুরু দুরু করে।

সত্তর

আজি গোষ্ঠের গুল্মলতায়
ভরিয়াছে বিষজ্বালা,
বন-পুষ্পের মধু-সৌরভে
মুরছয়ে গোপবালা।
কৃষ্ণ-বিরহে হলাহল রাশি
উছলিছে বনে বনে ;
বল নিষ্ঠুর, কেন ফিরিবে না
আর এ-বৃন্দাবনে ?

একাত্তর

এখন তোমার চরণ-কমল সেবিছে নৃপতিবালা,
বনবিহারিণী গোপিনীসঙ্গ ভুলিয়াছ তাই কালা !
স্মরণে তোমার জাগে না আজিকে সেদিনের অভিসার,
মিলন-আকুল পিয়াসে যেদিন গহন অন্ধকার
প্রাঙ্গণতলে পল্লব-ঘন নিগর বিটপী পাশে—
উৎসুক নিশি যাপিয়াছ প্রিয় ক্ষণ-সঙ্গম আশে।

বাহাত্তর

ত্যজিয়াছ আজ গোপবালা সবে,
সে তো দোষ নহে তব।
কালিয়া বরণ রূপের এ রীতি
সহজাত অভিনব।
কাকের কুলায়ে কুটিল কোয়েলা
সযতনে বাঁধে বাসা;
বারন মানে না প্রণয় বাঁধনে,
শিখিলে আপন ভাষা।

তিয়াত্তর

জীবনে তোমার হ'য়ে গেছে সখা
যে নাটক অভিনয়,
বিপ্রলম্ভ রাসলীলা কেলি
সুগভীর রসময়;
চিরপরিচিত সে-বারতা প্রিয়
জানে যে সর্ব্বজন।
মুছে গেছে কিগো স্মৃতি হ'তে তব
সে মধু বৃন্দাবন?
অতি প্রিয়ভাষে প্রণয় সোহাগে
নিবিড় আলিঙ্গনে—
বেঁধেছিলে যারে, সে-দীনা রাধারে
আর কি পড়ে না মনে?

আজিকে তোমার দরশন বিনা
কি দশা ঘটেছে হায়,
জানাতে তোমারে ওগো অকরুণ
ভাষা যে আমার নাই।
নিঠুর দরদী প্রেম অভিনয়ে
ক'রেছিল যারে সার,
অতি সামান্যা নায়িকা পদব
হইল কি সখা তার?

তোমার কুঞ্জ গৃহখানি সখা—
প্রেম সেচনের দ্রোণী,
রতি-স্নানে যেথা গোপবালাদের
কাঁপিত জঘন শ্রোণী।
এখন সেথায় শ্যাম-বিরহের
দারুণ অশনিপাতে,
ক্রন্দন-ভারে ব্রজবালাকুল
লুটাইছে আঙিনাতে।

ছিয়াত্তর

উদ্বেলিত অশ্রুরাশির
উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে হায়,
পরাজয়ের বিপুল গ্লানি
গুম্‌রে ওঠে নীল যমুনায়।
সহোদরায় কাতর হেরি
কৃতান্ত সে কঠোর-প্রাণ
বিরহিণীর আহ্বানে আজ
গর্ব্বভরে দেয় না কান।

পঁচাত্তর

যদি সখা তব স্মৃতিপট হ'তে
বৃন্দাবনের কথা,
মুছে গিয়ে থাকে চিরদিন তরে,
না জাগে হৃদয়ে ব্যথা ;
মরণ বিনা যে গতি নাই আর
দুখিনী রাধার প্রিয়
যাপিবে কেমনে কুসুমগন্ধে
দিবস অসহনীয়।

সান্ত্বনা

অরূপ তোমার রূপের মাধুরী
বারেক হেরিয়া রাই
ঝাঁপায়ে পড়িল পতঙ্গী প্রায়
অনলে যাচিয়া ঠাঁই ;
আহুতি দিয়াছে আপনারে সেই
অভাগী সরলা বালা ;
কে জানিত সখা জীবন ভরিয়া
দহিবে গরলজ্বালা !

অকুশলা সেই অবলা রূপসী
বোঝে না আপন হিত,
হতাশা-ব্যাকুল বিরহেতে তাই
জ্বলিতেছে সম্বচিত।
যাহার লাগিয়া বিধুর অনলে
পুড়িতেছে প্রাণমন,
তাহারি চিন্তা হৃদয়ে বহিয়া
কাঁদিছে সে অনুখন।

কমলমুখী কনক-প্রভার
সহসা সেই মূর্চ্ছা হেরি,
সজাগ মনে আত্মজনের
ঘনায় ছায়া আতঙ্কেরি।
কেও বা ভাবে 'দুষ্টগ্রহ-
-দৃষ্টি লাগি অকস্মাৎ
লুপ্ত হ'ল সংজ্ঞা সখীর,
কিম্বা হ'ল সর্পাঘাত।'

উন-আশি

নিথর রাতে উতল হাওয়া
যে সুর তোলে বাঁশের বনে
আচম্বিতে দেয় দোলা তার
বক্ষে স্মৃতির আলোড়নে।
কাঁপন্ লাগে কোন অতীতের
মর্ম্মতলে গভীর ব্যথায়,
আপনহারা সঙ্গিনী মোর
অপস্মারে ধূলায় লুটায়।

আশি

দীর্ঘ বরষ মাস ব'য়ে যায় দরশ না পেয়ে তব,
অশুভ চিন্তা অন্তরে তাই জেগে ওঠে নব নব
বিশ্বজনের নয়ন-বিলাসী নিঠুর মথুরাপতি,
দূতমুখে তব কুশল বারতা দিওগো শীঘ্রগতি !

একাশি

চঞ্চল মনে যাপে নিশিদিন
অচলা প্রেয়সী রাই,
বিরহ-ব্যাকুলচিতে কভু সখী
সন্ন্যাসী পাশে ধায়।
তোমারি দরশ কামনায় প্রিয়
পার্ব্বতীকৃপা যাচে।
ছুটে যায় কভু বিরহ-বিধুরা,
ওষধিবিদের কাছে।

তিরাশি

ঘন-কর্পূর-উজ্জ্বল-তনু
শঙ্কর উমাপতি
গিরি-কন্দরে তব প্রেমরসে
নৃত্যবিভোর অতি ;
অনঙ্গ-রিপু সেই মহাদেবে
জপিছে সতত রাধা,
তোমারে লভিতে ওগো প্রিয়তম
নাহি রহে যেন বাধা ।

বিরাশি

কুব্‌জা সমান এ জগতে আর
সুকৃতি বলো কার ?
হৃদয়ে তোমার লভিয়াছে তাই
অবারিত অধিকার ।
প্রিয় সখী মোর বহিয়া আনিল
অজানা কি অভিশাপ,
দুর্লভ হ'ল জীবনে তাহার
ক্ষণিকের রসালাপ !

পঁচাশি

“অনুখন মাধব মাধব সোঙারিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই।
রাধা সঙে যব গুণতহি মাধব
মাধব সঙে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা।”

ছুরাশি

তমালাঙ্কুর বিদলিত রসে
মোহন-মূরতি শ্যাম
আঁকিয়াছে সখী আপনার মনে
বিলোল-উজল ঠাম ;
সযতনে সেই মূরতিরে ঘিরি,
বাহুবল্লরি দুটি
গভীর আবেশে জড়াইছে রাধা ;
পড়িছে ভূতলে লুটি।

ছেম্মাশি

শত সন্তাপ বিরহ-আগুনে
ক্ষেপন ক'রেছ হায়,
তবুও সে রাধা অনুদিন তব
লীলা সাধিবারে চায়।
কুলিশ-কঠোর হেরিয়া তোমায়
কুসুম-কোমলা প্রিয়া,
পাষাণ ক'রেছে তনুমন ওগো
মরণ-প্রলেপ দিয়া।

সাভাশি

সমাধি-নিরত যোগিগণ প্রভু
পায় তব দরশন,
শুনি সে বারতা বিরহিনী রাই
রচে কভু যোগাসন।
নয়ন গোচর হয় যদি শ্যাম
সাধিলে কঠোর ব্রত,
প্রণয়-ব্যাকুলা সযতনে তাই
সাধিতেছে অবিরত।

অষ্টাশি

যমুনার জলে বিকশিত নীল নলিনী-পলাশ সম,
অঙ্গে অঙ্গে জড়ায়ে তোমার কান্তি যে নিরুপম ;
বৃন্দাবনের সুরত-তরুণ নন্দ-দুলাল কালা,
তোমার স্মৃতির বেদনা বহিয়া কাঁদিতেছে গোপবালা।

ঊননব্বই

নিয়ত তোমার বিরহ তাপিত
সুকুমার মৃগ-প্রাণ,
কেমনে দয়িত সহিবে বল না
শাণিত মদনবাণ ?
হয়ত চকিতে ক্ষীণ সে তনুর
স্পন্দন যাবে থামি,
চিরদিন তরে সেই রাধা নাম
মুছে যাবে ওগো স্বামি !

নব্বই

মদন-বিজয়ী উমাপতি যেই
অনল-নয়নপাতে—
নিমেষে ভস্ম ক'রেছিল সখা,
লঘুচিত রতিনাথে,
চন্দ্রশেখর রজত-ধবল
পয়-ফেনরাশি সম,
উজল সে-রূপে সঁপিয়া চিত্ত
প্রিয় বান্ধবী মম
মদনে করিলে চিরতরে জয় ;
তোমারে পারিল কই ?
নিঠুর কুতুকি, লীলানলে তব
পুড়িয়া মরিল সই।

একানব্বই

গোপিনীগণের গোপন বারতা
তুমি জান যদুপতি,
তবু কেন প্রিয় রচিয়াছ এই
সুগভীর মায়া অতি
সখা-উদ্ধবে পাঠাইলে ব্রজে
শুনাতে যে নীতিকথা,
প্রখর আগুনে ঘৃতাহুতি সহ
বাড়াইল মনোব্যথা।

বিরানব্বই

বৃহস্পতি-শিষ্য উধব

মন্ত্রী আজি যদূত্তমের,

কঠোর-মনা যমুনা-সই

ভগ্নী সখা নিঠুর যমের।

সে রাজপুরে কে আর বল

পরিজ্ঞাত মোদের আছে,

যাহার মুখে এ-দুর্দশার

বার্ত্তা দিব তোমার কাছে ?

তিরানব্বই

তোমার লাগিয়া বিরহিনী প্রিয়া

শঙ্কা-জড়িত মনে,

ব'য়ে স্মৃতি রেখা ফিরিয়াছে একা

গহন গভীর বনে।

কনক-উজল সে-তনু কোমল

আজি কঙ্কাল সার;

লালা রস-তানে কানন-বিতানে

ওঠে না:কো ঝঙ্কার।

স্মিত আঁখিপাতে রতিমদিরাতে

ঝলিত যে-মৃদু হাসি,

আজি হতাশায় ভরিয়াছে তায়

মলিন কালিমারাশি।

ওগো নটরাজ. বলো কিবা কাজ

অতুল বিভবসুখে ?

পরশে তোমার প্রাণ সঞ্চার

হবে যে রাধার বুকে।

পঁচানব্বই

প্রতিকার তার বিফল জানিয়া
ক্ষান্ত হ'য়েছে সবে,
বিদলিত-তনু মদন-প্রকোপে
বল গো কেমন রবে ?
শুধু তব সখী 'আশা' সহচরী
শীর্ণ সে সরোবরে—
কুবলয় সম জেগে আছে সখা
প্রখর রবির করে।

ছিয়ানব্বই

এতদিন শুধু রাখিয়াছি প্রাণ
তব দরশন আশে
হয়ত নিঠুর আসিবে ফিরিয়া
পুনরায় ব্রজবাসে !
আজি শুকায়েছে সে-আশা মুকুল
আমের মুকুল হেরি ;
অতীত হ'য়েছে সে দিবস সখা,
আর যে সহে না দেরি।

ছিয়ানব্বই

হে রাসরসিক, বুঝি না তোমার
গহন প্রেমের রীতি
না-জানি কেমন সিঞ্চিয়া নব
অনুরাগ নিতি নিতি
কমলা-হৃদয় ক'রেছিলে জয়,
হে নিঠুর-চূড়ামণি !
আজি কি নিমেষে হইল উজাড়
অতুল সে-প্রেম খনি ?
সোনার প্রতিমা হয়েছে মলিন
বিলীন বিবশ-প্রায়,
মনে হয় যেন সে-ক্ষীণ তনুতে
জীবন-প্রবাহ নাই।

সাতানব্বই

মুদিয়া নয়ন পাগলিনী রাই
দিবানিশি অবিরত,
আপনার মনে মানস-অতীত
বিলাপ করে যে কত ;
ভুবনে তাহার অর্থ খুঁজিয়া
পাবে না কেহই প্রিয় !
প্রলাপ সে নয়, তবু-যে ভাষায়
নহে তা বর্ণনীয় ।
কদাচিৎ সখী কল্যাণময়ী
ভ্রান্তি বিলাপ বশে,
জানায় যে-ব্যথা তিতিয়া হৃদয়
করুণ উদাস রসে,
শুন সে বারতা নিঠুর দরদী
নিবেদি' তোমার কাছে ;
বলো প্রিয়তম, এ হেন পাষাণ
আর কে জগতে আছে ?

আটানব্বই

এই ব্রজভূমে সে মধু-মাধব
প্রেমধারা বরিষণে,
ভেঙেছিল মোর ধর্ম্মের কারা
প্রবল আকর্ষণে ।
নারী জীবনের যা কিছু অজ্ঞেয়
সব ডালি দিনু পায় ;
আজি নিবে' গেল সে-প্রেম-প্রদীপ
নিদারুণ হতাশায় ।
ক্ষণকাল তরে এ প্রাণ রাখিতে
সরম লাগে যে মনে,
কমলিনী রাই কাঙালিনী সখি
এ বৃন্দাবনে !

নিরানব্বই

ছায়া-সুনিবিড় কুঞ্জবীথিকা কদম-তমাল বন,
সেদিনের মত আর ত করে না আমোদ বিভোর মন !
গোপন-বিহার সঙ্কেত ব'য়ে বাজে না সেথায় বাঁশী,
ঘনপল্লবে স্মৃতির বেদনা দোলে যেন রাশি রাশি ।

বলে-

একশো

কেমনে জানাব বল না আমায়
প্রিয়-বান্ধবী মোর !
যদি বলি তারে—'ভালবাসি তোমা
হে মোর চিত্তচোর,'
অতিলঘু জ্ঞানে নিঠুর সে-কালা
করিবে আমায় হেলা ।
ডাকিলে তাহারে বারেকের তরে
জীবন-সন্ধ্যা-বেলা,
লুপ্ত হবে-যে প্রেমগৌরব
চিরদিন তরে তায় ;
নিবেদনে সখি রতিব্যাকুলতা
যদিগো প্রকাশ পায় !

একশো-এক

স্মৃতিপট হ'তে তার
মুছে গেছে সখি সেদিনের কথা,
সে-গোপন অভিসার।
কুঞ্জ কুটীর-দ্বারে,
শত অভিমানে নিরাশ ক'রেছি
মিলন-পিয়াসী তারে।
গিরি-কন্দরে একা,
লুকায়ে রয়েছি কৌতুক ভরে,
শ্যামেরে না দিয়া দেখা;
অঙ্গগন্ধ পেয়ে—
না-জানি কেমনে ধরিত আমায়
বিজন সে পথ ধেয়ে।
সখীগণ মাঝে মোরে
বিপুল আবেগে জড়াইত বুকে
প্রণয়-আবেশ ঘোরে।।

একশো-দুই

কবে সে কৃষ্ণ যমুনা পুলিনে
অস্ফুট বেণুগানে,
প্রখর তৃষ্ণা জাগাবে আবার
ক্লিষ্ট বিধুর প্রাণে?
চপল নেত্র দরশনে যার
ভুলে যাই আপনারে,
নিঠুর নট সে কালারে কিগো
হেরিব কুঞ্জ দ্বারে?

একশো-তিন

বিরহ আগুনে জ্বলে মরি সই
সহিতে না পারি আর ;
করিব কি বল ? এ যে যাতনার
সীমাহীন পারাবার।
চরণে তোমার জানাতেছি নতি
সুমুখি মরম-পিয়া,
কর গো উপায় যাহে ক্ষণকাল
ধৈরয মানিবে হিয়া।

একশো-চার

আমায় ছেড়ে বৃষ্ণিপুরে
থাক্ সুখে সে নিঠুর কালা,
নেইক সখি দুঃখ তাতে
মরণে মোর মিট্‌বে জ্বালা।
কিন্তু মোরে স্বপ্ন মাঝে
ছল করে সে কেন গো সই !
বল্‌তে পার, ক্লিষ্ট চিতে
সে দুখ স'য়ে কেমনে রই ?

একশো-ছয়

স্বপ্নের কথা দূরে থাক সই
জাগরণ দশা শোন
চিত-বিভ্রম মনে করে তুমি
অলীক ভেব না কোন।
কৌতুক বশে সতত মাধব
শৈল-বিপিনে আসি
উন্মনা করে প্রণয়কলহে,
চপল ছন্দে হাসি।

একশো-পাঁচ

মথুরাবিলাসী শঠ দয়িতের
অনুচিত ব্যবহার
হৃদয়ে আমার দেয় যে বেদনা
নিশিদিন অনিবার।
বারন করিও তাহারে গো সখি,
স্বপন বিহারে হেন
অবলা রাধার নীবির বাঁধন
মোচন করে না যেন

—একশো-তিন—

সখি, আকুল ছু-বাহু পাশে—
নিবিড় বাঁধনে জড়াইয়া বুকে
রতি-রঞ্জিত পরশন সুখে
বিরহ ক্লান্তি মুছাইবে মধুভাবে ?
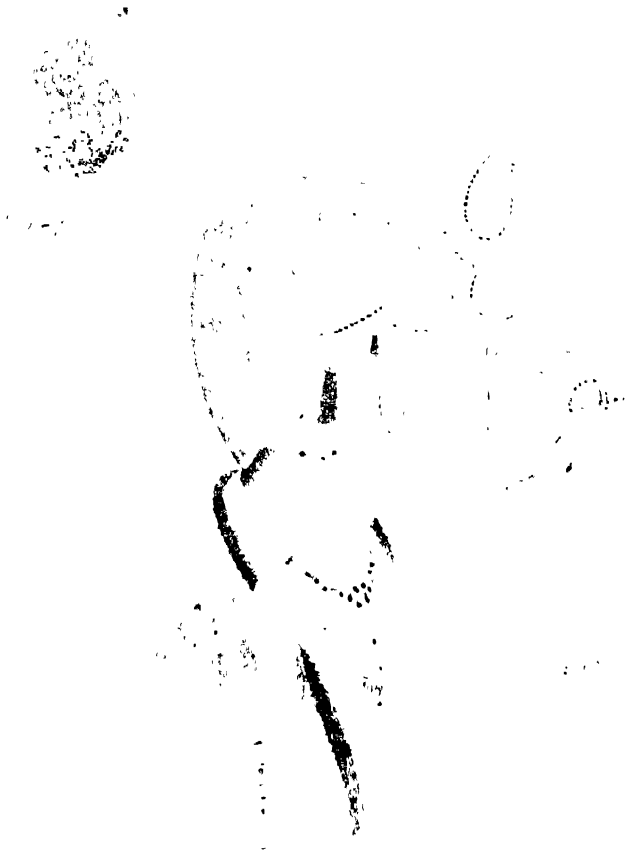
একশো-সাত

অভিমান ভরে গিয়াছি ছুটিয়া
ঘন কান্তার বনে,
জানিয়াছে সখা পথ-সন্ধান
নূপুর গুঞ্জরণে ;
আমারে ধরিতে আসিয়াছে প্রিয়
প্রেম-বিহ্বল চিতে.
সাধের বাঁশরী লুটায়েছে ভূমে
কখন অলক্ষিতে ।
হরষ-উজল বিলোল নয়নে
চেয়ে মোর মুখপানে,
বিনোদ-লীলার রস-উৎসব
জাগায়েছে সখি প্রাণে ।

একশো-আট

পুষ্পিত-লতামণ্ডপে মোর
চেলির আঁচল যবে,
কণ্টকচয়ে হয়েছে বিদ্ধ,
কেঁদেছি আকুল রবে ;
কৌতুক-লোভী বান্ধব তব
প্রণয়-পরশ আশে,
বিম্ব অধর বাড়ায়ে নীরবে
বাঁধিয়াছে বাহুপাশে ।

একশো-দশ

হয়ত কখন মাধবী কুঞ্জে
রয়েছি অন্যমনে,
শঠচূড়ামণি ধৃষ্ট মাধব
রভসে সঙ্গোপনে
বেঁধেছে আমার নয়ন সহসা
চারু পল্লব-করে ;
চকিতে আবার লুকায়েছে বনে
প্রেম-কৌতুক ভরে।

একশো-নয়

ঘনকুন্তল-কবরীর মাঝে
বেণুটি লুকায়ে তার,
ছল ক'রে সখি চলে গেছি দূরে
মুখটি করিয়া ভার ;
চতুর সে-চোর লীলাবেশে মোর
খুলিয়া চিকুররাশি,
গিরি-কন্দরে লাঞ্ছিত করি'
ফিরায়ে নিয়েছে বাঁশি।

একশো-এগার

কবে শারদ জোছনা রাতে—
অলি গুঞ্জিত কদমের বনে,
প্রণয় কলহে শত আলাপনে
ভরিবে চিত্ত চঞ্চল মদিরাতে ?
সখি, আকুল দুবাহু-পাশে—
নিবিড় বাঁধনে জড়াইয়া বুকে,
রতি রঞ্জিত পরশন-সুখে,
বিরহ ক্লান্তি মুছাইব মৃদুভাষে ?

ইতি রাধা বিলাপ
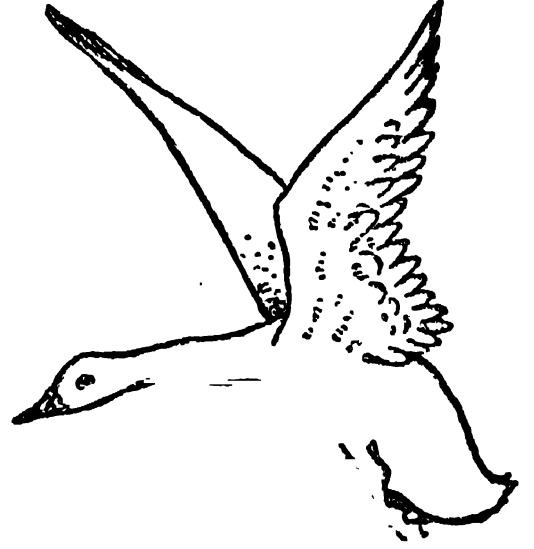
হংসের প্রতি ললিতা

একশো-বার

গোকুল-বারতা বহিয়া যতনে
অঙ্গভূষণ সম,
সে-পাদপদ্মে ক'রো নিবেদন
বন্ধু-হে প্রিয়তম।
পরিজনে তাঁর জানাইও প্রীতি
বিনয় বচনে অতি,
কৃষ্ণপ্রেমের পরিবেশ পেয়ে
তারা যে ভাগ্যবতী।

দীপিকা

অমর্ষ—	অক্ষমা ; অসহিষ্ণুতা ; রাগ বা দুঃখজনিত অধৈর্য্য।
বীক্ষ্যলোক—	দৃশ্যলোক ; দৃষ্টিপথ।
তপনবালা—	সূর্য্যকন্যা যমুনা। যম ও যমুনা—যমজ ভাইবোন।
বৃষ্ণিপুর—বৃষ্ণিনগর—	মথুরা ; মধুবন ; শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী।
মল্লী—	মালতী লতা।
রহঃক্রীড়া—	বিজন লীলা ; গোপন রসবিলাস বা নিগূঢ় রহস্য উপভোগ !
চিত্তরস—	প্রেম ; কাম।
অরিষ্টেরি অস্থিশির—	অরিষ্ট নামক বিশালকায় দৈত্যের মাথার খুলি।
ভাণ্ডীর—	ভাণ্ডীর বন ; বটগাছ।
হংসরথী—	ব্রহ্মা।
পুষ্পধনু—	মদন ; কামদেব।
বৃষ্ণিগণ—	যদুবংশীয়গণ।
রভস—	হর্ষ ; আনন্দ ; আমোদ ; বেগ।
কফোণি—	কণুই ; বাহুর মধ্যগ্রন্থি।
প্রষ্ঠৌহী—	প্রষ্ঠৌহী-প্রথম গর্ভিণী ; যে বালা নূতন গর্ভবতী হইয়াছে।
জঘন—	উদরের নিম্নে দুই উরুর মধ্যবর্ত্তী স্থান।
ইন্দ্রনীল—	নীলকান্তমণি ; রত্ন বিশেষ।
কেশি-দৈত্য দশনের রেখা—	কেশি-দৈত্য কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। যুদ্ধকালে কৃষ্ণের বাহুমূলে দৈত্য দংশন করিয়াছিল; সেই দাগ স্পষ্ট দেখা যাইত।
বিপ্রলম্ভ—	বঞ্চনা ; প্রেমকলহ ; ছলনা-রহস্য।
দ্রোণী—	ডোঙ্গা ; দুনি ; জল সেচনের যন্ত্র বিশেষ।
শ্রোণী—	নিতম্ব।
বিষ্ণুবাহন—	গরুড়।

'সেই নাভি হ'তে ধীরে, শ্বেত শতদল হ'ল বিকশিত বিশ্বপিতারে ঘিরে'—

প্রলয়ের পর নারায়ণ যখন অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তাঁহার নাভি হইতে একটি শ্বেত শতদল বিকশিত হয়, এবং এই শতদল মধ্যে ব্রহ্মা জন্মলাভ করেন।

হংসদূতম্

দুকূলং বিভ্রাণো দলিতহরিতাল-দ্যুতিহরং
জবাপুষ্প-শ্রেণীরুচি-রুচিরপাদাম্বুজতলঃ।
তমালশ্যামাঙ্গো দরহসিতলীলাঞ্চিতঃ মুখঃ
পরানন্দাভোগঃ স্ফুরতু হৃদি মে কোঽপি পুরুষঃ ॥১॥

যদা যাতো গোপীহৃদয়-মদনো নন্দসদনা-
ন্মুকুন্দো গান্ধিন্যাস্তনয়মনুবিন্ধন্মধুপুরীম্
তদামাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈ
রগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিনী ॥২॥

কদাচিৎ খেদাগ্নিং বিঘটয়িতুমন্তর্গতমসৌ,
সহালীভির্লেভে তরলিতমনা যামুনতটীম্।
চিরাদস্যাশ্চিত্তং পরিচিতকুটীরাবলোকনা
দবস্থা তস্তার স্ফুটমথ সুষুপ্তেঃ প্রিয়সখী ॥৩॥

তদা নিস্পন্দাঙ্গী কলিতনলিনীপল্লবকুলৈঃ,
পরীণাহাৎ প্রেম্নামকুশলশতাশঙ্কিহৃদয়ৈঃ।
দৃগম্ভোগম্ভীরীকৃতমিহিরপুত্রীলহরিভি-
বিলীনা ধূলীনামুপরি পরিবব্রে পরিজনৈঃ ॥৪॥

ততস্তাং ন্যস্তাঙ্গীমুরসি ললিতায়াঃ কমলিনী-
পলাশৈঃ কালিন্দীসলিলশিশিরৈর্বীজিত তনুম্।
পরাবৃত্তশ্বাসাঙ্কুরকলিতকণ্ঠিং কলয়তাং,
সখীসন্দোহানাং প্রমদভরশালী ধ্বনিরভূৎ ॥৫॥

নিধায়াঙ্কে পঙ্কেরুহদলবিটঙ্কস্য ললিতা,
ততো রাধাং নীরাহরণসরণৌ ন্যস্য চরণৌ।
মিলন্তং কালিন্দীপুলিনভুবি খেলাঞ্চিতগতিং
দদর্শাগ্রে কঞ্চিন্মধুরবিরুতং শ্বেতগরুতম্ ॥৬॥

তদালোকস্তোকোচ্ছ্বসিতহৃদয়া সাদরমসৌ,
প্রণামং শংসন্তী লঘু লঘু সামাসাদ্য সবিধিম্।
ধৃতোৎকণ্ঠা সদ্যো হরিসদসি সন্দেশহরণে,
বরং দূতং মেনে তমতিললিতং হন্ত ললিতা ॥৭॥

অমর্ষাৎ প্রেমের্ষ্যাং সপদি দধতী কংসদমনে,
প্রবৃত্তা হংসায় স্বমভিলষিতং শংসিতুমসৌ।
ন তস্যা দোষোঽয়ং যদিহ বিহগং প্রার্থিতবতী
ন কস্মিন্ বিশ্রম্ভং দিশতি হরিভক্তিপ্রণয়িতা ॥৮॥

পবিত্রেষু প্রায়ো বিরচয়সি তোয়েষু বসতিং,
প্রমোদং নালীকে বহসি বিশদাত্মা স্বয়মসি।
ততোঽহং দুঃখার্ত্তা শরণমবলা ত্বাং গতবতী,
ন ভিক্ষা সৎপক্ষে ব্রজতি হি কদাচিদ্বিফলতাম্ ॥৯॥

চিরং বিস্মৃত্যাস্মান্ বিরহদহনজ্বালবিকলাঃ,
কলাবান্ সানন্দং বসতি মথুরায়াং মধুরিপুঃ।
তদেতং সন্দেশং স্বমনসি সমারোপ্য নিখিলং
ভবান্ ক্ষিপ্রং তস্য শ্রবণপদবীং সঙ্গময়তু ॥১০॥

নিরস্তপ্রত্যূহং ভবতু ভবতো বর্ত্মনি শিবং
সমুত্তিষ্ঠ ক্ষিপ্রং মনসি মুদমাধায় সদয়ম্।
অধস্তাদ্ধাবন্তো লঘু লঘু সমুত্তাননয়নৈ-
র্ভবন্তং বীক্ষন্তাং কুতুকতরলা গোপশিশবঃ ॥১১॥

কিশোরোত্তংসো সোঽসৌ কঠিনমতিনা দানপতিনা
যয়া নিন্যে তূর্ণং পশুপ-রমণী-জীবিতপতিঃ।
তয়া গন্তব্যা তে নিখিলজগদেকপ্রথিতয়া
পদব্যা ভব্যানাং তিলক কিল দাসার্হনগরী ॥১২॥

গলদ্বাষ্পাসারপ্লুতধবলগণ্ডা মৃগদৃশো
বিদূয়ন্তে যত্র প্রবলমদনাবেশবিবশাঃ।
ত্বয়া বিজ্ঞাবত্যা হরিচরণসঙ্গপ্রণয়িনো
ধ্রুবং সা চক্রাঙ্কী রতিসখশতাঙ্কস্য পদবী ॥১৩॥

পিবন্ জম্বুশ্যামং মিহিরদুহিতুর্ব্বারি মধুরং
মৃণালৈর্ভুঞ্জানো হিমকরণাকোমলরুচঃ।
ক্ষণং হৃষ্টস্তিষ্ঠন্ নিবিড়বিটপে শাখিনি সখে,
সুখেন প্রস্থানং রচয়তু ভবান্ বৃষ্ণিনগরে ॥১৪॥

বলাদাক্রন্দন্তী রথপথিকমক্রূরমিলিতং
বিদূরাদাভীরীততিমনুযযৌ যেন রমণম্।
তমাদৌ পন্থানং রচয় চরিতার্থা ভবতু তে
বিরাজন্তী সর্ব্বোপরি পরমহংসস্থিতিরিয়ম্ ॥১৫॥

অকস্মাদস্মাকং হরিরপহরন্নংশুকভবম্
যমারূঢ়ো গূঢ়প্রণয়লহরীঃ কন্দলয়িতুম্।
তব শ্রান্তস্যান্তঃস্থগিতরবিবিম্বঃ কিসলয়ৈঃ
কদম্বঃ কাদম্ব। ত্বরিতমবলম্বঃ স ভবিতা ॥১৬॥

কিরন্তী লাবণ্যং দিশি দিশি শিখণ্ড স্তবকিনী
দধানা সাধীয়ঃ কনকবিমলদ্যোতিবসনম্।
তমালশ্যামাঙ্গঃ সরলমূরলীচুম্বিতমুখঃ
জগৌচিত্রং যত্র প্রকটপরমানন্দলহরী ॥১৭॥

তয়া ভূয়ঃ ক্রীড়ারভস বিকসদ্বল্লবধূ
র্বপুর্বল্লী ভ্রশ্যন্মৃগমদকণশ্যামলিকয়া।
বিধাতব্যো হল্লীসকদলিতমল্লীলতিকয়া
সমন্তাদুল্লাসস্তব মনসি রাসস্থলিকয়া ॥১৮॥

তদন্তে বাসন্তী বিরচিতমনঙ্গোৎসবকলা
চতুঃশালং শৌরেঃ স্ফুরতি ন দৃশৌ তত্র বিকিরেঃ
তদালোকোদ্ভেদ প্রমদভরবিস্মারিত-গতি
ক্রিয়ে জাতে তাবত্ত্বয়ি বত হতা গোপবনিতা ॥১৯॥

মম স্বাদর্থানাং ক্ষতিরিহ বিলম্বাদ্ যদপি তে
বিলোকেথাঃ সর্ব্বং তদপি হরিকেলিস্থলমিদং
তবেয়ং ন ব্যর্থা ভবতু শুচিতা কঃ সহি সখে।
গুণো যশ্চানুরদ্ধিবি মতিনিবেশায় ন ভবেৎ ॥২০॥

সকৃদ্বংশীনাদশ্রবণমিলিতাভীরবনিতা
রহঃক্রীড়াসাক্ষী প্রতিপদলতাসঙ্গসুভগঃ।
স ধেনূনাং বন্ধুর্মধুমথনখট্টায়িতশিলঃ
করিষ্যত্যানন্দং সপদি তব গোবর্দ্ধনগিরিঃ ॥২১॥

তবেবাদ্রিং চক্রাঙ্কিতকরপরিষঙ্গরসিকং
মহীচক্রে শঙ্কেমহি শিখরিণাং শেখরতয়া
অরাতিং জ্ঞাতীনাং নমু হরিহরং যঃ পরিভবন্
যথার্থং স্বংনাম ব্যধিত ভুবি গোবর্দ্ধন ইতি ॥২২॥

তমালস্যালোকাদ্ গিরিপরিসরে সন্তি চপলাঃ
পুলিন্দ্যো গোবিন্দস্মরণরভসোত্তপ্তবপুষঃ।
শনৈস্তাপং তাসাং ক্ষণমপনয়ম্ যাস্যতি ভবা-
নবশ্যং কালিন্দীসলিলশিশিরৈঃ পক্ষপবনৈঃ ॥২৩॥

তদন্তে শ্রীকান্তস্মরসমরবাটী পুলকিতা
কদম্বানাং বাটী রসিকপরিপাটী স্ফুটয়তি।
ত্বমাসীনস্তস্যাং ন যদি পরিতো নন্দসি ততো
বভূব ব্যর্থ তে ঘনরসনিবেশ ব্যসনিতা ॥২৪॥

শরন্মেঘশ্রেণী প্রতিভটমরিষ্টাসুরশির-
শ্চিরং শুষ্কং বৃন্দাবনপরিসরে দ্রক্ষ্যতি ভবান্।
যদারোঢ়ুং দূরান্মিলতি কিল কৈলাসশিখরি-
ভ্রমাক্রান্তস্বান্তো গিরিশ-সুহৃদঃ কিঙ্করগণঃ ॥২৫॥

রুবন্ যাতি স্বৈরং চরমদশয়া চুম্বিতরুচো
নিতম্বিন্যো বৃন্দাবনভুবি সখে সন্তি বহবঃ।
পরাবর্ত্তিষ্যন্তে তুলিতমুরজিন্নূপুররবাৎ
তব ধ্বানাৎ তাসাং বহিরপি গতা ক্ষিপ্রমসবঃ ॥২৬॥

ত্বমাসীনঃ শাখান্তরমিলিতচণ্ডত্বিষি সুখং
দধীথা ভাণ্ডীরে ক্ষণমপি ঘনশ্যামলরুচৌ।
ততো হংসং বিভ্রন্নিখিলনভসশ্চিক্রমিষয়া
স বর্দ্ধিষ্ণুং বিষ্ণুং কলিতদরচক্রং তুলয়িতা ॥২৭॥

ত্বমষ্টাভির্নেত্রৈর্বিগলদমলপ্রেমসলিলৈ-
র্মুহুঃ সিক্তস্তন্বীং চতুর চতুরাস্যস্থিতিভুবম্।
জিহীর্ষা বিখ্যাতাং স্ফুটমিহ ভবদ্বান্ধবরথ,
প্রবিষ্টং মংস্যন্তে বিস্মিতমনসস্ত্বয়ি গতে ॥২৮॥

উদঞ্চন্নেত্রাম্ভঃ প্রসর লহরী পিচ্ছিল পদ-(১)
স্খলৎ পাদন্যাস প্রণিহিত বিলম্বাকুলধিয়ঃ।

পাঠান্তর—(১) পথ

হরৌ যস্মিন্মন্দে (২) ত্বরিত যমুনাকূল গমন-
স্পৃহাক্ষিপ্তাগোপ্যোযযুরনুপদংকামপিদিশম্ (৩)॥২৯॥

মুহুর্ল্যাস্যক্রীড়াপ্রমদমিল দাহো পুরুষিকা,
বিকাশেন ভ্রষ্টৈঃ ফণিমণিকূলৈর্ধূমলরুচৌ।
পুরস্তস্মিন্নীপক্রমকুসুমকিঞ্জল্কসুরভৌ
ত্বয়া পুণ্যে পেয়ং মধুরমুদকম্ কালিয়হ্রদে ॥৩০॥

তৃণাবর্ত্তারাতের্বিরহদবসন্তাপিততনোঃ।
সদাভীরীবৃন্দ প্রণয়বহুমানোন্নতিবিদঃ।
(৪) বিধাতব্যো নব্যস্তবকভরসংবর্দ্ধিত-শুভ-
স্ত্বয়া বৃন্দাদেব্যাঃ পরমবিনয়াদ্বন্দনবিধিঃ ॥৩১॥

ইতি ক্রান্ত্বা কেকাকৃতবিরুতিমেকাদশবনীং
ঘনীভূতং চূতৈর্ব্রজমধুবনং দ্বাদশমিদং।
পুরী যস্মিনাস্তে যদুকুলভুবাং নির্ম্মল যশো
ভরাণাং ধারাভির্ধবলিত ধরিত্রী পরিসরা ॥৩২॥

নিকেতৈরাকীর্ণা গিরিশগিরিডিম্ভ প্রতিভটৈ-
রবষ্টম্ভস্তম্ভাবলি বিলসিতৈঃ পুষ্পিতবনা।
নিবিষ্টা কালিন্দীতটভুবি তবাধাস্যতি সখে!
সমন্তাদানন্দং মধুরজলবৃন্দা মধুপুরী ॥৩৩॥

বৃষঃ শম্ভোর্যস্যাং দশতি নবমেকত্র যবসং
বিরিঞ্চেরন্যস্মিন্ গিলতি (৫) কলহংসো বিলসতাম্।
ক্বচিৎ ক্রৌঞ্চারাতেঃ কবলয়তি কেকী বিষধরং
বিলীঢ়ে শল্লক্যা বলরিপুকরী পল্লবমিতঃ ॥৩৪॥

অবোধিষ্ঠাঃ কায়ান্ন হি বিচলিতাং প্রচ্ছদপটীং
বিমুক্তামজ্ঞাসীঃ পথি পথি ন মুক্তাবলিমপি।
অয়ি শ্রীগোবিন্দস্মরণমদিরামত্তহৃদয়ে,
সতীতি খ্যাতিং তে হসতি কুলটানাং কুলমিদং ॥৩৫॥

অসব্যং বিভ্রাণা পদমধুতলাক্ষারসমসৌ
প্রয়াতোঽহং মুগ্ধে বিরম মম বেশৈঃ কিমধুনা।
অমন্দাদাশঙ্কে সখি পুরপুরন্ধ্রী কলকলা-
দলিন্দাগ্রে বৃন্দাবনকুসুমধন্বা বিজয়তে ॥৩৬॥

অয়ং লীলাপাঙ্গস্নপিত পুরবীথী পরিসরো-
নবাশোকোত্তংসশ্চলতি পুরতঃ কংসবিজয়ী!
কিমস্মানেতস্মান্মণিভবন পৃষ্ঠাদ্বিনুদতী
ত্বমেকা স্তব্ধাক্ষী মৃগয়সি গবাক্ষাবলিমপি ॥৩৭॥

মুহুঃ শূন্যাং দৃষ্টিং বহসি রহসি ধ্যায়সি সদা
শৃণোসি প্রত্যক্ষং নবপরিজনজ্ঞাপনশতম্।
ততঃ শঙ্কে পঙ্কেরুহমুখি, যযৌ শ্যামলরুচিঃ
স যুনামুত্তংসস্তব নয়নবীথীপথিকতাম ॥৩৮॥

বিলজ্জং মারোদীরিহ সখি পুনর্যাস্যতি হরি-
স্তবাপাঙ্গক্রীড়ানিবিড়পরিচর্য্যাগ্রহিণতাম্!
ইতিস্বৈরং যস্যাং পথি পথি মুরারেরভিনব-
প্রবেশে নারীণাং রতিরভসজল্পা ববৃধিরে ॥৩৯॥

সখে সাক্ষাদ্দামোদরবদনচন্দ্রাবলোকন-
স্ফুরৎ-প্রেমানন্দ প্রকরলহরীচুম্বিতধিয়ঃ।
মুহুস্তত্রাভীরীসমুদয় শিরোন্যস্তবিপদ-
স্তবাক্ষোরানন্দং বিদধতি পুরা পৌরবনিতাঃ ॥৪০॥

অথ ক্রামংক্রামং ক্রমঘটনয়া সঙ্কটতরা-
ন্নিবাসান্ বৃষ্ণীনামনুসর পুরীমধ্যবসিতাম্।
মুরারাতের্যত্র স্থগিতগণনাভির্বিজয়তে-
পতাকাভিঃ সন্তর্পিত ভবনমন্তঃপুরবরম্ ॥৪১॥

যদুৎসঙ্গে তুঙ্গস্ফটিকরচিতাঃ সন্তিপরিতো
মরালা মাণিক্যপ্রকরঘটিতত্রোটিচরণাঃ।
সুহৃদ্‌বুদ্ধ্যা হংসাঃ কলিতমধুরস্যাম্বুজভুবঃ
সমর্য্যাদাং যেষাং সপদি পরিচর্য্যাং বিদধতি ॥৪২॥

চিরান্মৃগ্যন্তীনাং পশুপরমনীনামপি কুলৈ-
রলব্ধং কালিন্দীপুলিনবিপিনে লীনমভিতঃ।
মদালোকোল্লাসিস্মিতপরিচিতাস্যং প্রিয়সখি
স্ফুরন্তং বীক্ষিষ্যে পুনরপি কিমগ্রে মুরভিদম্ ॥৪৩॥

(যুগ্মকম্)

বিষাদং বা কর্ষীদ্রুতমবিতথব্যাহৃতিরসৌ
সমাগন্তা রাধে ধ্রুতনবশিখণ্ডস্তব সখা।

(২) যস্মিন্মধ্যে ; (৩) দশাং ; (৪) প্রণেতব্যো। (৫) গিরতি

ইতি ক্রূতে যস্যাং শুকমিথুনমিন্দ্রানুজকৃতে
যদাভীরীবৃন্দৈরুপসৃতমভূত্বদ্ধরকরে ॥৪৪॥

ঘনশ্যামা ভ্রাম্যত্যুপরি হরিহর্ম্মস্য শিখিভিঃ
কৃতস্তোত্রা মুগ্ধৈরগুরুরচিতা ধূমলতিকা।
তদালোকাদ্ধীর স্ফুরিত তর চেন্মানসরুচি-
র্জিতং তর্হি স্বৈরং জলসহনিবাস প্রিয়তমা ॥৪৫॥

ততো মধ্যে কক্ষং প্রতি নবগবাক্ষস্তবকিনং
চলন্মুক্তালম্বস্ফুরিতমমল স্তম্ভনিবহম্।
ভবান্ দ্রষ্টা হেমোল্লিখিতদশমস্কন্ধচরিতো-
ল্লসন্ভিত্তিপ্রান্তং মুরবিজয়িনঃ কেলিনিলয়ম্ ॥৪৬॥

নিবিষ্টঃ পল্যঙ্কে মৃদুলতরতূলীধবলিতে
ত্রিলোকীলক্ষ্মীণাং ককুদি দরসাচীকৃততনুঃ।
অমন্দং পূর্ণেন্দুপ্রতিমমুপধানং প্রমুদিতো
নিধায়াগ্রে তস্মিন্নুপহিতকফোণিদ্বয়ভরঃ ॥৪৭॥

(যুগ্মকম্)

উদঞ্চৎকালিন্দীসলিলসুভগম্ভাবুকরুচিঃ
কপোলান্তে প্রেঙ্খন্মনিমকরমুদ্রামধুরিমা।
বসানঃ কৌষেয়ং জিতকনকলক্ষ্মীপরিমলং
মুকুন্দস্তে সাক্ষাৎপ্রমদসুধয়া সেক্ষ্যতি দৃশৌ ॥৪৮॥

অলিন্দে যস্যাস্তে মরকতময়ী যষ্টিরমলা
শয়ালুর্য্যাং রাত্রৌ মদকলকলাপী কলয়তি
নিরাতঙ্কস্তস্যাঃ শিখরমধিরুহ্য শ্রমনুদং
প্রতীক্ষেথা ভ্রাতর্বরমবসরং যাদবপতেঃ ॥৪৯॥

বিকদ্রুঃ পৌরাণীরখিল কুলবৃদ্ধো যদুপতে-
রদূরাদাসীনো মধুরভণিতীর্গাস্যতি সদা।
পুরস্তাদাভীরীগণভয়দনামা স কঠিনো
মণিস্তম্ভালম্বী কুরুকুলকথাং সঙ্কলয়িতা ॥৫০॥

শিনীনামুত্তংসঃ স কিল কৃতবর্ম্মাপ্যুভয়তঃ
প্রণেষ্যেতে বালব্যজনযুগলান্দোলনবিধিম্।
স জানুভ্যামষ্টাপদতুবমবষ্টভ্য ভবিতা
গুরোঃ শিষ্যো নূনং পদকমল সংবাহনরতঃ ॥৫১॥

বিহঙ্গেন্দ্রো যুগ্মীকৃত করসরোজে ভুবি পুরঃ
কৃতাশঙ্কো ভাবী প্রজবিনিনিদেশেঽর্পিতমনাঃ।
ছদদ্বন্দ্বে যস্য ধ্বনতি মথুরাবাসিবটবো
ব্যদিস্যন্তে সামস্বরজনিতমন্যোন্যকলহম্ ॥৫২॥

ননির্ব্বক্তুং দামোদরপদকনিষ্ঠাঙ্গুলিনখ
দ্যুতীনাং লাবণ্যাং ভবতি চতুরাস্যোপি চতুরঃ।
তথাপি স্ত্রীপ্রজ্ঞাসুলভতরলত্বাদহমসৌ
প্রবৃত্তা তন্মূর্ত্তিস্তবরতি-মহাসাহসরসে ॥৫৩॥

বিরাজন্তে যস্য ব্রজশিশুকুলস্তেয়বিকল-
স্বয়ম্ভূচূড়াগ্রৈর্লুলিত শিখরাঃ পাদনখরাঃ।
ক্ষণং যানালোক্য প্রকটপরমানন্দবিবশঃ
স দেবর্ষির্মুক্তানপি তনুভৃতঃ শোচতি ভৃশম্ ॥৫৪॥

সরোজানাং ব্যূহঃ শ্রিয়মভিলষন্ যস্যপদয়ো-
র্যযৌ রাগাঢ্যানাং বিধুরমুদবাসব্রতবিধিম্।
হিমং বন্দে নীচৈরনুচিতবিধানব্যসনিনাং
যদেষাং প্রাণান্তং দমনমনুবর্ষং প্রণয়তি ॥৫৫॥

রুচীনামুল্লাসৈর্ম রকতময় স্থূলকদলী-
কদম্বাহঙ্কারং কবলয়তি মন্যোরুযুগলম্।
যদালানস্তম্ভদ্যুতিমবললম্বে বলভৃতাং
মদাদুদ্দামানাং পশুপরমণীচিত্তকরিণাম্ ॥৫৬॥

সখে যশ্যাভীরীনয়নশফরীজীবনবিধৌ
নিদানং গাম্ভীর্য্যপ্রসরকলিতা নাভিসরসী।
যতঃ কল্পস্যাদৌ সকলজনকোৎপত্তিবড়ভী-
গভীরান্তঃকক্ষাধৃতভুবনমম্ভোরুহমভূৎ ॥৫৭॥

দ্যুতিং ধত্তে যস্য ত্রিবলিলতিকাসঙ্কটতরং
সখে দামশ্রেণীক্ষণপরিচয়াভিজ্ঞমুদরম্।
যশোদা যস্যান্তঃ সুরনরভুজঙ্গৈঃ পরিবৃতং
মুখদ্বারে বারদ্বয়মবলুলোকে ত্রিভুবনম্ ॥৫৮॥

উরো যস্য স্ফারং স্ফুরতি বনমালাবলয়িতং
বিতন্বানং তন্বীজনমনসি সদ্যো মনসিজম্।

মরীচিভির্যস্মিন্ রবিনিবহতুল্যোঽপি বহতে
সদা খদ্যোতাভাং ভুবনমধুরঃ কৌস্তুভমণিঃ ॥৫৯॥

সমন্তাদুন্মীলদ্‌বলভিদুপল স্তম্ভ যুগল-
প্রভাজৈত্রং কেশিদ্বিজলুলিতকেয়ূরললিতম্।
স্মরক্লাম্যদ্‌গোপীপটলহঠকণ্ঠগ্রহপরং
ভুজদ্বন্দ্বং যস্য স্ফুটসুরভিগন্ধং বিজয়তে ॥৬০॥

জিহীতে সাম্রাজ্যং জগতি নবলাবণ্যলহরী
পরিপাকস্যান্তর্মুদিতমদনাবেশমধুরম্।
নটদ্‌ভ্রূবল্লীকং স্মিতনবসুধাকেলিসদনং
স্ফুরন্মুক্তাপঙ্‌ক্তিপ্রতিমরদনং যস্য বদনং ॥৬১॥

কিমেভির্ব্যাহারৈঃ কলয় কথয়ামি স্ফুটমহং
সখে নিঃসন্দেহং পরিচয়পদং কেবলমিদং।
পরানন্দো যস্মিন্নয়নপদবীভাজি ভবিতা
ত্বয়া বিজ্ঞাতব্যো মধুররব! সোঽয়ং মধুরিপুঃ ॥৬২॥

বিলোকেথাঃ কৃষ্ণং মদকলমরালী রতিকলা-
বিদগ্ধব্যামুগ্ধং যদি পুববধূবিভ্রমভরৈঃ।
তদা নাস্মান্ গ্রাম্যাঃ শ্রবণপদবীং তস্য গময়েঃ
সুধাপূর্ণং চেতঃ কথমপি ন তক্রং মৃগয়তে ॥৬৩॥

যদা বৃন্দারণ্যস্মরণলহরী হেতুরমলং
পিকানাং বেবেষ্টি প্রতিহরিতমুচ্চৈঃ কুহুরুতম্।
বহন্তে বা বাতাঃ স্ফুরিতগিরিমল্লী পরিমলা-
স্তদৈবাস্মাকীনাং গিরিমুপহরেথা মুরভিদি ॥৬৪॥

পুরা তিষ্ঠন্ গোষ্ঠে নিখিলরমণীভ্যঃ প্রিয়তয়া
ভবান্ যস্যাং গোপীরমণ বিদধে গৌরবভরম্!
সখী তস্যা বিজ্ঞাপয়তি ললিতা ধীরললিত!
প্রণম্য শ্রীপাদাম্বুজকনকপীঠে পরিসরে ॥৬৫॥

প্রযত্নাদাবাল্যং নবকমলিনীপল্লবকুলৈ-
স্ত্বয়া ভূয়ো যস্যাঃ কৃতমহহ সংবর্দ্ধনমভূৎ।
চিরাদূধোভারাস্ফুরণগরিমাক্রান্তজঘনা
বভূব প্রষ্ঠৌহী মুরমথন সেয়ং কপিলিকা ॥৬৬॥

সমীপে নীপানাং ত্রিচতুরদলা হন্ত গমিতা
ত্বয়া মাকন্দস্য প্রিয়সহচরী ভাবনিয়তিম্।
ইয়ং সা বাসন্তী গলদমলমাধ্বীকপটলী-
মিষাদগ্রে গোপীরমণ! রুদতী রোদয়তি নঃ ॥৬৭॥

প্রসূতো দেবক্যা মুরমথন যঃ কোঽপি পুরুষঃ
স জাতো গোপালাভ্যুদয় পরমানন্দবসতিঃ।
ধৃতো যো গান্ধিন্যা কঠিনজঠরে সম্প্রতি ততঃ
সমন্তাদেবাস্তং শিবশিব গতা গোকুলকথা ॥৬৮॥

অরিষ্টেনাহূতাঃ পশুপসুদৃশো যান্তি বিপদং
তৃণাবর্ত্তাক্রান্ত্যা সচয়তি ভয়ং চত্বরচয়ঃ।
অমী ব্যোমীভূতা ব্রজবসতিভূমীপরিসরাঃ
বহন্তে সন্তাপং মুরহর! বিদূরং ত্বয়ি গতে ॥৬৯॥

ত্বয়া নাগন্তব্যং কথমিহ হরে! গোষ্ঠনধুনা
লতাশ্রেণী বৃন্দাবনভুবি যতোঽভূদ্বিষময়ী।
প্রসূনানাং গন্ধং কথমিতরথা বাতনিহিতং
ভজন্ সদ্যো মূর্চ্ছাং বহতি নিবহো গোপসুদৃশাম্ ॥৭০॥

কথং সঙ্গোঽস্মাভিঃ সহ সমুচিতঃ সম্প্রতি হরে
বয়ং গ্রাম্যা নার্য্যস্ত্বমসি নৃপকন্যাচ্চিতপদঃ।
গতঃকালো যস্মিন্ পশুপরমণী-সঙ্গমকৃতে
ভবাম্ ব্যগ্রস্তস্থৌ তমসি গৃহবাটীবিটপিনঃ ॥৭১॥

বয়ং ত্যক্তাঃ স্বামিন্ যদিহ তব কিং দূষণমিদং
নিসর্গঃ শ্যামানাময়মতিতরাং দুষ্পরিহরঃ।
কুহূকণ্ঠৈরণ্ডাবধিসহনিবাসাৎ পরিচিতাঃ
বিসৃজ্যন্তে সদ্যঃ কলিতনবপক্ষৈর্বলিভুজঃ ॥৭২॥

অয়ং পূর্ব্বো রঙ্গঃ কিল পরিচিতো যস্য তব সা (১)
রসাদাখ্যাতব্যং পরিকলয় তন্নাটকমিদম্।
ময়া প্রষ্টব্যোঽসি প্রথমমিতি বৃন্দাবনপতে
কিমাহা (২) রাধেতি স্মরসি হত কিং বর্ণযুগলম্ ॥৭৩

পাঠান্তর—(১) বিরচিতো বসন্তরসা। (২) কিমাহো।

অয়ে কুঞ্জদ্রোণীকুহরগৃহমেধিন্ কিমধুনা
পরোক্ষং বক্ষ্যন্তে পশুপরমণী ত্বনিয়তয়ঃ।
প্রবীণা গোগীনাং তব চরণপদ্মেঽপিতমনা (৩)
যযৌ রাধা সাধারণ-সমুচিতপ্রশ্নপদবীম্ ॥৭৪॥

ত্বয়া গোষ্ঠং গোষ্ঠীতিলক। কেলি চেদ্বিস্মৃতমিদং
ন তূর্ণং ধূমোর্ণাপতিরপি বিধত্তে যদি কৃপাং।
অহর্বৃন্দং বৃন্দাবনকুসুমপালীপরিমলৈ-
র্দুরালোকং শোকাস্পদমথ কথং নেষ্যতি সখী ॥৭৫॥

তরঙ্গৈঃ কুর্ব্বাণা শমনভগিনীলাঘবমসৌ
নদীং কাঞ্চিদ্গোষ্ঠে নয়নজলপূরৈরজনয়ৎ।
ইতীবাস্যা দ্বেষাদভিমতদশাপ্রার্থনময়ীং।
মুরারে বিজ্ঞপ্তিং নিশময়িত মানী ন শমনঃ ॥৭৫॥

কৃতাকৃষ্টিক্রীড়ং কিমপি তব রূপং মম সখী
সকৃদ্-দৃষ্ট্বা দূরাদহিত হিতবোধোজ্ঝিতমতিঃ।
হুতাশেয়ং প্রেমানলমনুবিশন্তী সরভসং
পতঙ্গীবাত্মানং মুরহর মুহুর্দাহিতবতী ॥৭৭॥

ময়া বাচ্যঃ কিং বা ত্বমিহ নিজদোষাৎ পরমসৌ
যযৌ মন্দা বৃন্দাবনকুমুদবন্ধো বিধুরতাম্।
যদর্থং দুঃখাগ্নির্দহতি ন তমদ্যাপি হৃদয়ান্
ন যস্মাদ্দুর্মেধা লবমপি ভবন্তং দবয়তি ॥৭৮॥

কিমাবিষ্টা ভূতৈঃ সপদি যদি বা ক্রুরফণিনা
ক্ষতাপস্মারেণ চ্যুতমতিরকস্মাৎ কিমপতৎ।
ইতি ব্যগ্রৈরস্যাং গুরুভিরভিতো বেণুনিনদ-
শ্রবাদ্বিভ্রষ্টায়াং মুরহর বিকল্পা বিদধিরে ॥৭৯॥

নবীনেয়ং সম্প্রত্যকুশল পরীপাক লহরী
নরীনর্ত্তি স্বৈয়ং মম সহচরী-চিত্তকুহরে।
জগন্নেত্রশ্রেণীমধুর মথুরায়াং নিবসত-
শ্চিরাদার্ত্তা বার্ত্তামপি তব যদেষা ন লভতে ॥৮০॥

জনান্ সিদ্ধাদেশান্ নমতি ভজতে মান্ত্রিকগণান্
বিধত্তে শুশ্রূষামধিক বিনয়েনৌষধিবিদাম্।
ত্বদীক্ষা দীক্ষায়ৈ পরিচরতি ভক্ত্যা গিরিসুতাং
মনীষা হি ব্যগ্রা কিমপি সুখহেতুং ন মনুতে ॥৮১॥

ত্রিবক্রোহো ধন্যা হৃদয়মিব তে স্বং পুরমসৌ
সমাসাদ্য স্বৈরং যদিহ বিলসন্তী নিবসতি।
ধ্রুবং পুণ্যভ্রংশাদজনি সরলেয়ং মম সখী
প্রবেশস্তত্রাভূৎ ক্ষণমপি যদস্যা ন সুলভঃ ॥৮২॥

পশূনাং পাতারং ভুজগরিপুপত্রপ্রণয়িনং
স্মরোদ্বর্দ্ধিক্রীড়ং নিবিড়ঘনসারদ্যুতিহরম্।
সদাভ্যর্ণে নন্দীশ্বর গিরিভুবো রঙ্গরসিকং
ভবন্তং কংসারে ভজতি ভবদাপ্ত্যৈ মম সখী ॥৮৩॥

ভবন্তং সন্তপ্তা বিদলিত তমালাঙ্কুররসৈ-
র্বিলিখ্য ভ্রূভঙ্গীকৃতমদনকোদণ্ডকদনং।
নিধাস্যন্তী কণ্ঠে তব নিজভুজবল্লরিমসৌ
ধরণ্যামুন্মীলজ্জড়িমনিবিড়াঙ্গী বিলুঠতি ॥৮৪॥

কদাচিন্মূঢ়েয়ং নিবিড় ভবদীয় স্মৃতিমদা-
দনন্দাদাত্মানং কলয়তি ভবন্তং মম সখী।
তথাস্যা রাধায়া বিরহদহনাকল্পিতধিয়ো
মুরারে দুঃসাধা ক্ষণমপি ন বাধা বিরমতি ॥৮৫॥

ত্বয়া সন্তাপানামুপরি পরিমুক্তাপি রভসা-
দিদানীমাপেদে তদপি তব চেষ্টাং প্রিয়সখী।
যদেষা কংসারে ভিদুর হৃদয়ং ত্বামবয়তী
সতীনাং মূর্দ্ধন্যা ভিদুরহৃদয়ঽভূদনুদিনম্ ॥৮৬॥

সমক্ষং সর্ব্বেষাং নিবসসি সমাধি-প্রণয়িনাং
ইতি শ্রুত্বা নূনং গুরুতরসমাধিং কলয়তি।
সদা কংসারাতে। ভজসি যমিনাং নেত্রপদবীং
ইতি ব্যক্তং সজ্জীভবতি যমমার্গস্থিতুমপি ॥৮৭॥

(৩) চরণপদ্মেঽপি রদিয়ং।

মুরারে কালিন্দী সলিলদলদিন্দীবররুচে
মুকুন্দ শ্রীবৃন্দাবনমদন বৃন্দারকমণে।
ব্রজানন্দিন্নন্দীশ্বরদয়িত নন্দাত্মজ হরে
সদেতি ক্রন্দন্তী পরিজনশুচং কন্দলয়তি ॥৮৮॥

সমন্তাদুত্তপ্তস্তব বিরহদাবাগ্নিশিখয়া
কৃতোদ্বেগঃ পঞ্চাশুগমৃগযুবেধব্যতিকরৈঃ।
তনূভূতং সদ্যস্তনুবনমিদং হাস্যতি হরে
হঠাদদ্য শ্বো বা মম সহচরী-প্রাণহরিণঃ ॥৮৯॥

পয়োরাশি স্ফীতত্বিষি হিম করোত্তংসমধুরে
দধানে দৃগ্ভঙ্গ্যা স্মরবিজয়ী রূপং মম সখী।
হরে দন্তস্বান্তা ভবতি তদিমাং কিং প্রভবতি
স্মরো হন্ত কিন্তু ব্যথয়তি ভবানেব কুতুকী ॥৯০॥

বিজানীষে ভাবং পশুপরমণীনাং যদুপতে
ন জানীমঃ কস্মাৎ তদপি বত মায়াং রচয়সি।
সমন্তাদধ্যাত্মং যদিহ পবন ব্যাধিরলপদ্
বলাদস্যাত্মেন ব্যসনকুলমেব দ্বিগুণিতম্ ॥৯১॥

গুরোরন্তেবাসী স ভজতি যদূনাং সচিবতাং
সখী কালিন্দীয়ং কিল ভবতি কালস্য ভগিনী।
ভবেদন্যঃ কো বা নরপতিপুরে মৎপরিচিতো
দশামস্যাঃ শংসন্ যদুতিলক যস্ত্বামনুনয়েৎ ॥৯২॥

বিশীর্ণাঙ্গীমন্তর্ব্বনবিলুঠনাদুৎকলিকয়া
পরীতাং ভূয়স্যা সততমপরাগব্যতিকরাম্।
পরিধ্বস্তামোদাং বিরমিতসমস্তালিকুতুকাং
বিধোঃ পাদস্পর্শাদপি সুখয় রাধাকুমুদিনীম্ ॥৯৩॥

বিপত্তিভ্যঃ প্রাণান্ কথমপি ভবৎসঙ্গমসুখ-
স্পৃহাধীনা শৌরে মম সহচরী রক্ষিতবতী।
অতিক্রান্তে সম্প্রত্যবধিদিবসে জীবনবিধৌ
হতাশা নিঃশঙ্কং বিতরতি দৃশৌ তমুকুলে ॥৯৪॥

প্রতিকারারম্ভশ্লথমতিভিরুদ্যৎ পরিণতে
র্বিমুক্তায়া ব্যক্তস্মরকদনভাজঃ পরিজনৈঃ।
অমুঞ্চন্তী সঙ্গং কুবলয়দৃশঃ কেবলমসৌ
বলাদদ্য প্রাণানবতি ভবদাশা-সহচরী ॥৯৫॥

অয়ে রাসক্রীড়ারসিক মম সখ্যাং নবনবা
পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়লহরী হন্ত গহনা।
স চেন্মুক্তাপেক্ষস্তমসি ধিগিমাং তূলশকলং
যদেতস্যা নাসানিহিতমিদমদ্যাপি চলতি ॥৯৬॥

মুকুন্দ ভ্রান্তাক্ষী কিমপি যদসংকল্পিতশতং
বিধত্তে তদ্বক্তুং জগতমনুজঃ কঃ প্রভবতি।
কদাচিৎ কল্যাণী বিলপতি যদুৎকণ্ঠিতমতি-
স্তদাখ্যামি স্বামিন্ গময়কমরোত্তংসপদবীম্ (১)॥৯৭॥

অভূৎ কোঽপি প্রেমা ময়ি মুররিপোর্যঃ সখি পুরা
পরাং ধর্ম্মাপেক্ষামপি তদবলম্বান্ন গণয়েৎ (২)।
তথেদানীং হা ধিক্ সমজনি তটস্থঃ স্ফুটমহং
ভজে লজ্জাং যেন ক্ষণমিহ পুনর্জীবিতুমপি ॥৯৮॥

অমী কুঞ্জাঃ পূর্ব্বং মম ন দধিরে কামপি মুদং
দ্রুমালীয়ং চেতঃ সখি ন কতিশো নন্দিতবতী।
ইদানীং পশ্যৈতে যুগপদুপতাপং বিদধতে
প্রভৌমুক্তাপেক্ষে ভজতি নহি কো বা বিমুখতাম্ ॥৯৯॥

গরীয়ান্ মে প্রেম্না ত্বয়ি পরমিতি স্নেহলঘুতা
ন জীবিষ্যামীতি প্রণয়গরিমা খ্যাপনবিধিঃ।
কথং নায়াসীতি স্মরণপরিপাটী প্রকটনং
হরৌ সন্দেশায় প্রিয়সখি ন মে বাগবসরঃ ॥১০০॥

যযৌ কালঃ কল্যান্তবকলিতকেলীপরিমলাং
বিলাসার্থী যস্মিন্নচলকুহরে লীনবপুষম্।
স মাং ধৃত্বা ধূর্ত্তঃ কৃতকপটরোষাং সখি হঠা-
দকার্ষীদাকর্ষন্নুরসি শশিলেখাশতবৃতাম্ ॥১০১॥

পাঠান্তর—(১) সবিধম্। (২) তদবলম্বাদলঘয়ম্।

কদা প্রেমোন্মীলন্মদনমদিরাক্ষী সমুদয়ম্
বলাদাকর্ষন্তং মধুরমুরলী কাকলিকয়া।
মুহুর্ভ্রাম্যচ্চিল্লীচুলুকিত কুলস্ত্রীব্রতমহং
বিলোকিষ্যে লীলামদমিলদপাঙ্গী মুরভিদম্ ॥১০২॥

মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত! করবৈ
ন পারং নাবারং সুমুখি! কলয়াম্যস্য জলধেঃ।
ইয়ং বন্দে মূর্দ্ধা সপদি তমুপায়ং কথয় মে
পরামৃশ্যে যস্মাদ্ধৃতি-কণিকয়াপি ক্ষণিকয়া ॥১০৩॥

প্রয়াতো মাং হিত্বা যদি কঠিন চূড়ামণিরসৌ
প্রযাতু স্বচ্ছন্দং মম সময়ধর্ম্মঃ কিল গতিঃ।
ইদং সোঢুং কা বা প্রভবতি যতঃ স্বপ্নকপটা-
দিহায়াতো বৃন্দাবনভুবি বলান্মাংরময়তি ॥ ১০৪॥

অনৌচিত্যং তস্য ব্যথয়তি মনো হন্ত মথুরাং
সমাসাদ্য স্বৈরং চপলহৃদয়ং বারয় হরিম্।
সখি! স্বপ্নারম্ভে পুনরপি যথা বিভ্রমমদা-
দিহায়াতো ধূর্ত্তঃ ক্ষপয়তি ন মে কিঙ্কিণি-গুণম্ ॥১০৫॥

অয়ি স্বপ্নো দূরে বিরমতু সমক্ষংশৃণু হঠা-
দবিশ্রব্ধা মাভূরিহ সখি! মনোবিভ্রমধিয়া।
বয়স্যস্তে গোবর্দ্ধন-বিপিনমাসাদ্য কুতুকা-
দকাণ্ডে যত্তুয়ঃ স্মরকলহ-পাণ্ডিত্য মতনোৎ ॥১০৬॥

অমর্যাদ্ধাবন্তীং গহনকুহরে সূচিতপথাং
তুলা কোটিক্কানৈশ্চকিত পদপাতদ্বিগুণিতৈঃ।
দিধীর্ষন্মাং হর্ষাত্তরলনয়নান্তঃ স কুতুকী
ন বংশীমজ্ঞাসীদ্ভুবি কর-সরোজাদ্বিগলিতাম্ ॥১০৭॥

অশক্ত্যাং গন্তব্যে কলিতনবচেলাঞ্চলতয়া
লতালীভিঃ পুষ্পস্মিতশবলিতাভির্বিরুদতীম্।
পরীহাসারম্ভী প্রিয়সখি! সমালম্বিতমুখীং
প্রপেদে চুম্বায় স্ফুরদধর-বিম্বস্তব সখা ॥১০৮॥

ততোঽহং ধর্ম্মিল্যে স্থগিতমুরলীকা সখি! শনৈ-
রলীকামর্ষেণ ভ্রমদবিরল ভ্রূরুদচলম্।
কচাকৃষ্টি-ক্রীড়াকম-পরিচিতে-চৌর্য্য-চরিতে
হরির্লব্ধোপাধিঃ প্রসভমনয়ন্মাংগিরি-দরীম্ ॥১০৯॥

কদাচিদ্ বাসন্তী-কুহরভুবি ধৃষ্টঃ সরভসং
হসন্ পৃষ্ঠালম্বী স্থগয়তি করাভ্যাং মম দৃশৌ।
দিধীর্ষৌ জাতের্ষ্যঃ ময়ি সখি! তদীয়াঙ্গুলিশিখাং
জানে কুত্রায়ং ব্রজতি কিতবানাং কুলগুরুঃ ॥১১০॥

রণদ্‌ভৃঙ্গশ্রেণী সুহৃদি শরদারম্ভমধুরে
বনান্তে চান্দ্রীভিঃ কিরণলহরীভির্ধবলিতে।
কদা প্রেমোদ্দণ্ড স্মরকলহবৈতণ্ডিকমহং
করিষ্যে গোবিন্দং নিবিড়ভুজবন্ধ প্রণয়িনম্ ॥১১১॥

ইতি শ্রীকংসারেঃ পদকমলয়োর্গোকুলকথাং
নিবেদ্য প্রত্যেকং ভজ পরিজনেষু প্রণয়িতাম্।
নিজাঙ্গে কাদম্বী সহচর বহন্ মণ্ডনতয়া
স যাত্যুচ্চৈঃ প্রেমপ্রবণমনুজগ্রাহ ভগবান ॥১১২॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিতং হংসদূতাখ্যং
কাব্যং সমাপ্তম্।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা